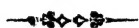




# সাগরের ডাক



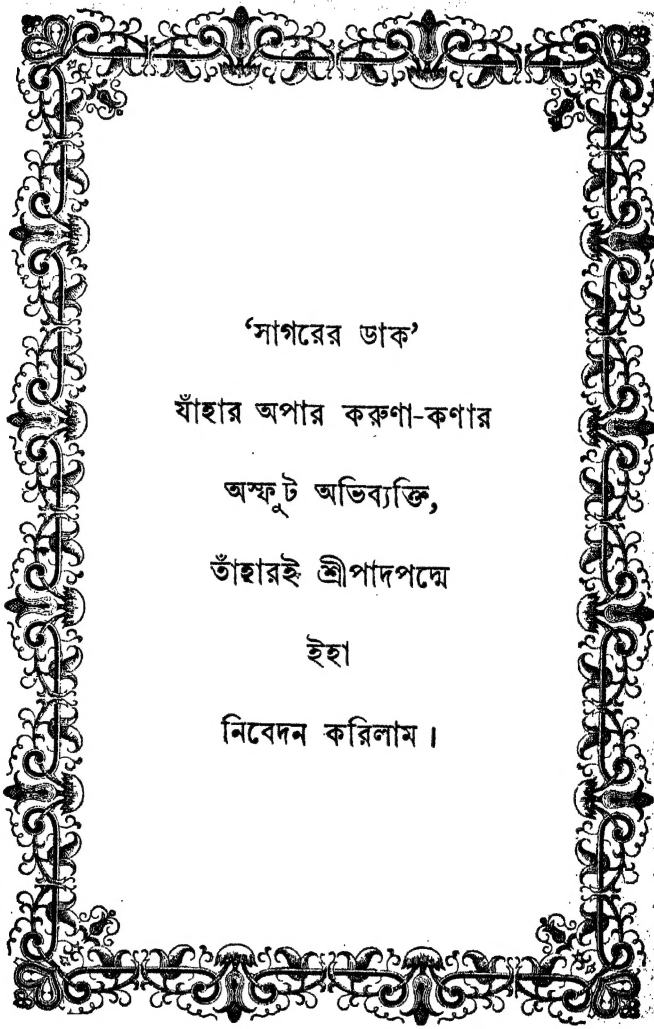
শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

মূল্য ১৬০

প্রকাশক—ত্রিচিহ্নাহরণ গ্রন্থ  
গৃহস্থ "পাবলিশিং" হাউস,  
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি,  
কলিকাতা।

ন-৪৬৭  
Acc 229/৬২  
২২/২/০৬

প্রিন্টার—শ্রীমাত্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,  
ইণ্ডিয়া প্রেস,  
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি,  
কলিকাতা।



‘সাগরের ডাক’

যাঁহার অপার করুণা-কণার

অক্ষুট অভিব্যক্তি,

তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে

ইহা

নিবেদন করিলাম ।



## নিবেদন

প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ স্বহৃদবর কুমার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য  
চৌধুরী মহাশয় এই নাটকের অধিকাংশ গানে স্বর-সংযোগ করিয়াছেন,  
তজ্জগৎ আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, ইতি ।

১৩২২ }  
মাঘ

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী ।



५







## সাগরের ডাক



উন্টাডাঙা—গলি



বন্ধিম

অত চূপচাপ কেন, মধু ?

মধু

চূপচাপই আজ ভাল লাগছে।

বন্ধিম

এতদিন ত লাগেনি। আজ কেন ?

মধু

চিরদিন কি একভাবেই যায় ?

বন্ধিম

তা যায় না বটে। কিন্তু অভ্যাস বলে' ত একটা জিনিষ আছে।  
তা হঠাৎ বদলায় কি ? ছোটবেলা থেকেই তোমাকে দেখে আসছি—  
এমনতর ত কোনদিন দেখিনি ; এমন তুমি হ'তে পার, তাও ত আমার  
ধারণা ছিল না। আজ তোমার হয়েছে কি ?

সাগরের ডাক ]

মধু

“কি হয়েছে, তা আমি নিজেই এখনো ধরতে পারিনি। তবে আজ কারু সন্ধ ভাল লাগছে না, এটা বুঝতে পারছি।

বক্সিম

কি হয়েছে, তাও টের পাওনি। অথচ কারু সন্ধও ভাল লাগছে না। কোন নতুন রোগের সৃষ্টি হল না কি? না, ভাই, খুলে বল, ব্যাপার খানা কি। তুমি নিশ্চিত আমায় গোপন করছ।

মধু

গোপন ঠিক নয়, বক্সিম। মনের মধ্যে কখনও এক একটা ভাব জাগে, যা এত ধোঁয়াটে যে নিজের কাছেই তার ঠিক মর্জিটা ধরা পড়ে না, এমন কি তার কারণটাও অস্পষ্ট থেকে যায়।

বক্সিম

তোমার ভাবান্তরের কারণটা কি, শুনতে পারি? না, তাও টের পাও নি?

মধু

কি হবে শুনে?

বক্সিম

শুনলে কি দোষ?

মধু

শুনলে তুমি ঠাট্টা করবে।

বক্সিম

কেন, ঠাট্টাই কি আমার ব্যবসা?

মধু

শুনবে ?

বন্ধিম

নইলে এত বক্তৃতা করছি কি জন্তে ?

মধু

যথার্থই শুনবে ?

বন্ধিম

হাঁ গো হাঁ ।

মধু

কাল বিকেলে একটা পথিক গান করে' যাচ্ছিল ।

বন্ধিম

তাই কি ?

মধু

তার গানটা বড় মিঠে—গলাটাও ভারী মিষ্টি ।

বন্ধিম

কিসের গান ?

মধু

সাগরের ।

বন্ধিম

এই শুকনো ডাঙার রাজ্যে সাগরের গান ত বিস্তর শোনা গেছে—  
সেটায় আর নূতনত্ব কি ?

মধু

নূতনত্ব ?—হাঁ, তা আছে বই কি ।

সাগরের ডাক ]

চিরপুরাতনই যে নতুন হয়ে মাঝে মাঝে আমাদের সামনে দাঁড়ায় ।  
শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় সে বসে থাকে ।

আচ্ছা, ভাই, তোমার কি সাগর দেখতে ইচ্ছে করে না ?

বন্ধিম

না, অমন ইচ্ছেকে আমি ক্ষাপামির মধ্যেই গণনা করি । তার চেয়ে  
কিসে ছ' পয়সা আসে, তার উপায় চিন্তা করলে কায় দেয় । সাগর দেখে  
আমার লাভ ?—অম্লের সংস্থান হবে ?—সংসার চলবে ? এ ডাঙার  
দেশ, এখানে হাঁটতে হবে, ফিরতে হবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটতে  
হবে । এখানে সাগরের কোন প্রয়োজন নেই—এখানে তার কথাটা  
পর্যাপ্ত অলসের স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয় ।

মধু

তাইত, তুমি প্রয়োজনের নিক্রিতে সব ওজন করে' বেড়াচ্ছ !  
তুমি আমার ভাবটা বুঝবে না, কেন না তার প্রয়োজনটা তোমায় আমি  
এখন ভাল করে' বুঝিয়ে দিতে পারব না ।

বন্ধিম

বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি । তোমার কাছে ধোঁয়াটে হলেও তোমার  
ভাবটা আমার কাছে আর ধোঁয়াটে নয় । তুমি সাগরের গান শুনে'  
সাগর দেখবার জন্তে পাগল হতে চলেছ—ঐ যা অনেকেই হয়েছেন ।  
সংসারটা মাটি করবে দেখছি । তোমাকে বুদ্ধিমান বলে' আমার ধারণা  
ছিল । সে ধারণাটা বদলিয়ে দাও কেন ?

মধু

না, আর কথা নয় । তোমার যা বলবার বলে গেলে, এখন কায়  
থাকে, সরে' পড়তে পার । কেবো লোক,—সময় নষ্ট করবে কেন ?

## বক্ষিম

তা ঠিক বলেছ। ক্ষ্যাপার সঙ্গে বেনীক্ষণ থাকলে কাশ নষ্ট হবারই কথা। আমি যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে' যাই, মনে রেখো। লেখা পড়া শিখেছ, বুদ্ধিও আছে, সে গুলোকে অপব্যয় ক'রো না। একটা খেয়ালের বোঁকে ঘুরে মরবার কোনই আবশ্যকতা নাই। সাগর আছে কি না আছে, কোথায় আছে, দেখতে কেমন—এ সব বাজের বিষয় ভেবে সাংসারটা অধঃপাতে দিয়ে না। সাংসারটাই সত্য—তার উন্নতির জন্তেই চেষ্টা কর। যেটা থাকা না থাকা উভয়ই সমান—যেটা কোন দরকারেই লাগবে না, তার জন্তে জীবনপাত করা মাহুষের ধর্ম নয়।

( প্রস্থান )

## মধু

কি উৎপাত! বেশ চুপচাপ ছিলাম, মনের এককোণে একটা আনন্দের আভাস জাগছিল। হঠাৎ দম্কা হাওয়ায় বুঝি সব ছিনিয়ে নিয়ে গেল রে!

সত্যি কি?—এই উল্টাভাঙায় ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া, নাওয়া পরার মধ্যে ডুবে থাকাই জীবনের একমাত্র কর্তব্য, একমাত্র লক্ষ্য? তা ছাড়া আর সব বাজে? সাগর এখানে মিথ্যা? তার কথা বলাও পাগলের প্রলাপ? তবে সাগরের দিকে এত লোক ছুটবার কথা শুনে পাই কেন? বাড়ীঘর বিকিয়ে দিয়ে, ধনদৌলত পায়ে ঠেলে কত লোক ত আজও ছুটছে। কোন্টা সত্য?—সাগর, না ধনদৌলত? পাগল কারা?—যারা ছুটছে, তারা? না, যারা এই 'সব আঁকড়ে ধরে' পড়ে আছে, তারা?

ঐ যে নিবারণ দা আসছেন। দেখি, উনি কি বলেন।

নিবারণ

কিহে মধু, কি করছ এখানে ?

মধু

কিছু না।

নিবারণ

এমন সময়টা কিছু না করে' কাটিয়ে দিচ্ছ ?

মধু

কি করব, নির্বারণ দা ?

নিবারণ

এই যা কিছু নিয়ে একটু আমোদ।

মধু

সেটা কি একটা কায হবে ?

নিবারণ

আমোদই ত হুনিয়ায় কায হে। তাছাড়া আর যা কিছু, সবই ত ষ্টাটুনি—ওতে তোমার নিবারণ দা নেই। চল, আড্ডায় চল, একটা কি খেলা যাবে।

মধু

না, নিবারণ দা, আজ মাপ করতে হবে।

নিবারণ

সে কি ? মুখখানা অত গম্ভীর কেন ? কি ভাবছ ? আরে ভাবাটাও যে মস্ত একটা ষ্টাটুনি ! ছি ! ছি ! শরীর নষ্ট করতে আছে ? তার চেয়েও মূল্যবান সময় নষ্ট করতে আছে ? হু দণ্ডের জীবন বইত নয় ! আমোদ কর—আমোদ কর।

## গান

( পিলু—১৭ )

নিমেষ তরে রসের বাটি

সাম্নে শুধু পাই,

ফেল্বে তারে কেমন করে,—

চাইবু কয়ে ভাই ?

থাক্বে গভীর তত্ত্ব-কথা,

থাক্বে কাণের মস্ত ব্যাথা—

জীবনটারে পণ্ড করা

সাধ্য মম নাই।

ঐ রসটা আমার সত্যি জেনে,

ভয়-ভাবনায় তুড়ি হেনে,

চুমুক দিব—নিমেষ যাবে—

রইবে পড়ে' ছাই !

কি গো, পেচক বাহাদুর, মনে লাগল ? অঁাধি ত মুদতেই হবে, আর  
মুদলেই সব অঙ্ককার, তখন আগে থাকতে মুদে লাভ কি ? না, বাঞ্চে  
বক্বার সময় নেই। যাবে কি না বল ?

মধু

না।

## নিবারণ

তবে থাক পড়ে' অঙ্ককারে। স্বপ্নে থাকতে ভুতে কিলোয়। আমি  
চ'ল্লাম।

মধু

শোন।



নিবারণ

কি ?

মধু

আচ্ছা, তোমার কখনও কি কোন ভাবনা আসে না ?

নিবারণ

না।

মধু

এ হ'তেই পাশ্বে না।

নিবারণ

তবে আসে !

মধু

না, না সত্যি বল।

নিবারণ

আসে,—যখন আমোদের বিল জোটে।

মধু

তবে ?

নিবারণ

তবে কি হে ? আমি কি তাতে ডরাই ? নতুন আমোদ সৃষ্টি কর্ত্তে  
আমার কণামাত্রও বিলম্ব হয় না।

মধু

তুমি কেবল আমোদই চাও, নিবারণ দা।

নিবারণ

ঠিক বুঝেছ। আমোদই চাই।

মধু

তবে নতুন একটা আমোদ কর না।

নিবারণ

কি ?

মধু

তুমি হাসবে।

নিবারণ

বল না কি ?

মধু

সাগর দেখ্‌বার—

নিবারণ

না—না, ওটা একেবারেই আমোদ নয়—বরং তার উল্টো। হাতের কাছে যা পাই, তাই নিয়েই আমার আমোদ। দূরের জিনিসে—অজ্ঞানার রাজ্যে পা বাড়াবার সখ আমার কিছুমাত্র নেই।

মধু

তবে যাও।

নিবারণ

যাচ্ছি। কিন্তু এই সখটার জগেই কি তুমি মুখ ভার করে' রয়েছ ? —ওটা ত সাগর দেখ্‌বার সখ নয়, জীবনটা তাড়তাড়ি নষ্ট করবার সখ ! ছুদণ্ডকে একদণ্ডে নিয়ে যেতে আমোদ পাও, কর। কিন্তু আমি তা করতে পারব না। যাই—পালাই।

( সহসা তুড়ি দিয়া শীস দিতে দিতে প্রস্থান )

## সাগরের ডাক ]

মধু

সাগরকে তবে কি কেউ চায় না ? তাকে চাওয়াটাই মস্ত একটা  
ব্যর্থতা ?

[ গান করিতে করিতে ফুল দুর্বা লইয়া কতকগুলি বালিকার প্রবেশ ]

গান

পুণ্যপুকুর কর্বি কেগা<sup>১</sup>

চল্ লো ভরা চল্ ।

শুকনো ডাঙা ভিজিয়ে দিব

এনে সাগর-জল ।

বোশেখ মাসের দারুণ খরায়,

ছাতি সবার ফাটছে তিমায়,

আগুন হাওয়া ইলুকা হেনে

বইছে অবিরল !

চল্‌লো ভরা চল্ ।

“সাগর—সাগর” ডাকলে পরে,

বান ডাকিবে শুকনো সরে,

মরা নদী ছুটবে ভরা,

মিলবে হাতে ফল ।

চল্‌লো ভরা চল্ ।

মধু

কিগো, বাছারা—তোমরা পুণ্যপুকুর করতে চলেছ ? কেমন করে  
করবে ?

একজন

সে কি গো !—তুমি পুণ্যপুকুর দেখনি ?

মধু

না।

একজন

তোমাদের বাড়ীতে বুঝি মেয়েছেলে নেই ?

মধু

আছে।

একজন

তার। করে না ?

মধু

না।

একজন

বা—রে—বা। পুণ্যপুতুর করে না। শুনিছিস লা ?—কেমন ধারা মেয়ে !

মধু

বল—কেমন করে' করবে ?

একজন

এই—খানিকটা মাটি খুঁড়ে' ছোট্ট একটা পুতুর কাটব—একহাত লম্বা, একহাত চওড়া। তার বেশী বা কম হওয়া দোষের। তাতে জল ঢেলে ফুল ছবো দিয়ে পূজো করব। শঙ্কিণ মুখো হয়ে' পূজো করতে হয়,—সকলে মিলে এক সঙ্গে।

মধু

তারপর ?

সাগরের ডাক ]

একজন

তারপর সকলে সেই জলে হাত দিয়ে বল্বে—

“পুণ্যপুকুর-জল—

পুণ্যসাগর-জল,

এই জলে আজ ঠাণ্ডা হবে

তপ্ত ধরাতল !—

টিপ্ টিপ্ টিপ্”

তিনবার বলে’ গড় করলেই পূজো সাদ্ধ হলো ।

মধু

বেশ ত পূজো ! একবার দেখতে যাব । কোথায় হবে ?

একজন

গণ্ডীপাড়ায় ।

মধু

আচ্ছা, তোমরা এস ।

[ বালিকাদের প্রস্থান ]

পুণ্যপুকুর করে’ এরা সাগরকে ডাকছে—ভাবছে পুণ্যপুকুরের  
জলেই সাগর জলের আবির্ভাব হবে ! কি সরল বিশ্বাস ! ঐ বিশ্বাসেই  
ওদের পুণ্য, ঐ বিশ্বাসেই ওদের আনন্দ ! কতকাল ধরে’ এই ব্রতটা  
চলে’ আসছে, কিন্তু আজও কেউ সাগর জলের দেখা পেল না । কে এই  
ব্রতটা উদ্‌ঘাপন করে গেছে ? সে কি সাগরের সন্ধান পেয়েছিল ? সে কি  
সাগর দেখেছিল ? নী, মিথ্যা একটা কল্পনা দিয়ে এদের আনন্দ দেবার  
ব্যবস্থা করে’ গেছে ? মিথ্যাই যদি হয়, তবে আজও সে মিথ্যা ধরা  
পড়্‌ল না কেন ?—এমন ব্যর্থ বিশ্বাস এরা হারাল না কেন ? না—না,  
সাগর আছে । নইলে প্রাণ তাকে দেখতে চায় কেন ?

[ গল্প ]

সাগর—সাগর, তুমি নাই ? থাকলে, কোথায় আছ ? আমি  
তোমায় দেখব । দেখতে কি পাব না ?

গান

বেহাগ

ধূলায় ধাঁধে নয়ন,  
( আমার ) পথে অঁধার ছায়—  
দেখতে যারে চাহি,  
তারে দেখাই হ'ল দায় !  
নানান্ জনের কথা ঘেঁটে,  
দিবস আমার যাচ্ছে কেটে,  
ডাঙার দেশে  
কেউ বলে না  
সাগর কোথা—হায় !  
জানে কি কেউ তাহার কথা ?  
পায় না কি কেউ গভীর ব্যথা ?  
হয় না কি প্রাণ  
ব্যাকুল কারু  
দরশ-লালসায় ?

—\*











## উন্টাডাঙা—গণ্ডীপাড়া



অচলদেব

কাষটা ভাল করছ না, চঞ্চলকুমার ।

চঞ্চলকুমার

মন্দই যে করছি, তার প্রমাণ কি ?

অচলদেব

মন্দ নয় ?—বাপদাদারা যা করে' গেছেন, তা না করা মন্দ নয় ?

চঞ্চলকুমার

আপনারাই কি তা করছেন ?

অচলদেব

করছিই ত মনে হয় ।

চঞ্চলকুমার

শোওয়া বসা, ওঠা নামা, খাওয়া পরা, চলা ফেরা, আদব কায়দা সবই  
কি ঠিক আছে ? সময়-গুণে, স্বযোগ বুঝে অনেক জিনিষ কি আপনাদের  
বদলাতে হয় নি ?

অচলদেব

তা কিছু কিছু বদলালেও মূলে আমাদের ঠিক আছে । তোমরা যে  
মূলপর্যন্ত উন্টিয়ে দিচ্ছ !

চঞ্চলকুমার

কোনটা মূল আপনাদের ?

সাগরের ডাক ]

অচলদেব

ঐ ত—তা পর্য্যন্ত তোমাদের জানা নেই ! বলি, দেবাক্ষর পড়তে পার ?

চঞ্চলকুমার

তার সঙ্গে মূলের কি সম্পর্ক ?

অচলদেব

তা পরে হবে । বল, দেবাক্ষর পড়তে পার কি না ।

চঞ্চলকুমার

দেবাক্ষর আবার কোন্‌গুলো ?

অচলদেব

তা-ও জান না ? ওঃ—কপাল !

চঞ্চলকুমার

জানি খুব ভালই । কিন্তু আমি দেবাক্ষর বলি না । দেব দেবী আবার কি ? যত সব ছাই ভস্ম ! নরাক্ষর বলুন, মান্তে রাজী আছি ।

অচলদেব

পাষণ্ড নাস্তিক কোথাকার ! তোর মুখ দেখলেও অশুচি হয় । তুই এতদূর গোল্লায় গিয়েছিলি তা'ত জানতাম না । ঐ নবীন দেড়েই তোর মাথাটা খেয়েছে, দেখছি । দেবদেবী মান না, এতখানি অহঙ্কার ? রোস, শীগগিরই টেরটা পাবে ।

চঞ্চলকুমার

সেই টেরটা পাওয়ার জন্তেই ত ঘুরে বেড়াচ্ছি । তাঁরা থাকেন ত বেশ সাম্নাসাম্নি এসে দাঁড়ান না, লড়াই করে' তাঁদের দেবত্বের প্রতিচয়টা নি ! শুধু নাম শুনে কি আর ভয় করা চলে ?

তা যা'ক । এখন কোন্টা মূল আপনাদের, বলুন, দেখি ।

অচলদেব

তো'র সঙ্গে বাক্যালাপ করাও পাপ ।

চঞ্চলকুমার

দশবার আচমন করলেই তা খণ্ডে যাবে ! কেমন, পু'থিতেও ত তাই লেখে ?

অচলদেব

হুঁ, আবার ঠাট্টা হচ্ছে ? আজ থাক্ত সমাজের শাসনদণ্ড হাতে, তাহলে বুঝিয়ে দিতাম বেয়াদবির মজা ।

চঞ্চলকুমার

দণ্ডটা দোৰ্দ্ধণ্ড ভাবে ব্যবহার করাতেই আজ হাত থেকে খসে পড়ে গেছে । শূণ্য হাত আর শূণ্যে ঠুকিয়ে মরেন কেন ?

এখন বলুন, মূলের কথাটা ।

অচলদেব

আজ এমন শুভদিনটা মাটি হল, দেখছি । কি কুক্ষণেই ভোর হয়েছিল !

চঞ্চলকুমার

মূল বুঝি আদপেই জানা নেই—তাই অত রাগ রক !

অচলদেব

বেণাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ ? অমন বিদগ্ধা যারা, তারা তার এক বর্ণও বুঝতে পারবে না ।

চঞ্চলকুমার

বলে'ই দেখুন বুঝতে পারি কি না ।

সাগরের ডাক ]

অচলদেব

হাজার জন্ম সাধনা কর, তারপর বুঝতে আসিস। সোজা কথা কি না? এক বিন্দু শ্রদ্ধা নেই—অমনি শুন্লেই হল? ন দেয়ং শ্রদ্ধা-হীনায়—যা, তোকে কিছু বলব না।

চঞ্চলকুমার

তবে শোন্বার সম্ভাবনা নেই?

অচলদেব

না।

চঞ্চলকুমার

বেশ। তবে আসি। নমস্কার, ঠাকুর মশাই।

( হাসিতে হাসিতে প্রস্থান )

অচলদেব

বাঁচা গেল। কিছু দেখবে না, শুন্বে না, মান্বে না—গোঁয়ার গোবিন্দের মত ঘুরে' বেড়াবে, আর সেইটাই এরা বিজ্ঞত্বের লক্ষণ বলে' মনে করেছে। উচ্ছন্ন গেল! উচ্ছন্ন গেল! দেখ ত ছেলেটার আশ্পর্ক—আমাকে এসেছে ঠাট্টা করতে! আর যাবার সময় দিয়ে গেল কি না “নমস্কার”! আরে, এ অচল শর্মার পায়ের ধুলো পেলে কত লোক বহু জন্মের ভাগ্যি মনে কর্কে—তাকে কি না অবহেলা? অধঃপাতে যাওয়ার আর কি বাকি আছে?

ঐ যে আর একটি নব্য যুবক আসছেন। ও বেটাদের দেখলেই গা জলে যায়। সব গুলোই উচ্ছন্নতার এক একটা জলন্ত মূর্তি!

[ মধুর প্রবেশ এবং অচলদেবের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম ]

হু—এটার একটু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, দেখছি। কিহে বাপু, আহু কেমন ? অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই।

মধু

আজ্ঞে, শারীরিক ভালই আছি।

অচলদেব

আর মানসিক ?

মধু

তত স্থবিধে নয়।

অচলদেব

কেন, কি হয়েছে তোমার ?

মধু

তার জন্তেই আপনার কাছে এসেছি।

অচলদেব

বেশ করেছ—ভালই করেছ। আমি ত চিরকালই তোমাদের আত্মীয় জ্ঞান করি। কি হয়েছে ?

মধু

আমাদের এই ডাঙার দেশে সাগরের কোন দরকার আছে কি না তাই ভাবছি। কিছুই স্থির করতে পারছি না।

অচলদেব

তা আবার ভাবছ কেন ? নিশ্চিত দরকার আছে। ডাঙাটা মাথা উচু করে বড় বেশী রকম তাঁকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেছে। অপেক্ষা কর, তাঁর আবির্ভাব হল বলে। প্রলয়-বান ডেকে তিনি আসবেন।

সাগরের ডাক ]

তাঁর হুক্মারে সব ভাঙা কেঁপে উঠবে—তাঁর তাওবে যত সব অবজ্ঞার  
কাঠিন্য ভেঙে চূরে যাবে—তাঁর রুদ্র চরণে যত সব অহঙ্কার অবিশ্বাসের  
উঁচু মাথা আবার নত হয়ে পড়বে। পুঁথিতে লিখেছে। সে কি আর  
ভুল হবার জো আছে হে ?

মধু

তবে, সাগর আছে ?

অচলদেব

তাতে আবার সন্দেহ ? পুঁথিতে এমন সব যুক্তি তর্ক দিয়ে তা  
প্রমাণ করা আছে যে তার বিরুদ্ধে আর তুঁ শব্দটি করে—কার সাধ্য ?

মধু

তঁাকে দেখেছেন ?

অচলদেব

সে কি আর সোজা কথা, বাপু ? দেখা এক, আর আছেন, এই  
কথাটা মানা আর। তবে তাঁর তর্পণ নিত্য করে' থাকি। তার ব্যাঘাত  
হলে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তা করতেও কুণ্ঠিত হই না।

তুমি তর্পণ টর্পণ করে' থাক ত বাছা ? না, ও গুলোতে বিশ্বাস নেই  
বলে' ছেড়ে দিয়ে বসে' আছ ?

মধু

তর্পণ করি না। বিশ্বাস নাই বলে' নয়। মন ভিজে না, তাই।

অচলদেব

না না, অমন কর্মও করো না। বাপ দাদারা যে বিধি দিয়ে গেছেন,  
তা সনাতন বিধি। তা উল্লঙ্ঘন' করা মস্ত পাপ ! পাপ করে' ভুগে  
মরবে কেন ? আরম্ভ কর—আরম্ভ কর। তবে এতদিন না করায় যে  
পাপটা হয়েছে, তার জন্তে একটি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সে বেশী কিছু  
নয়। সহজে যা'তে হ'তে পারে। তার ব্যবস্থা আমি করে' দিব।

মধু

তর্পণ করলেই সাগরকে পাব ?

অচলদেব

অত পাওয়া না পাওয়ার কথা তাব কেন ? তাঁরা যেমন বলে' গেছেন, সেই অল্পসারেই চলতে থাক—তার এক তিল এদিক ওদিক করো না। আর দেখ, বাপী কূপ সরোবর—এঁরাও খণ্ড সাগর। এঁদের অমাত্ত করো না কিন্তু। বিধিমতে পূজো করো—ফল পাবে, পুণ্য হবে। না করলেই বিপদ !—হঠাৎ কোনদিন ফেঁপে উঠে কি সর্কনাশের ব্যবস্থা করবেন, কে জানে ? পূজোর কোন অঙ্কহানি না হয়, সে বিষয়েও খুব সাবধান হতে হবে। সেবার সরোবর পূজোর শেষদিনে বিলুপ্তোষ ১০৮ টা রক্তজবার বদলে ৫০টা দিয়েছিল, সেই বছরের মধ্যেই তার বড় ছেলেটা রক্ত উঠে মারা গেল। বাকি রক্তজবাগুলোর বদলে ঐ রক্ত নিয়েই সরিৎ-দেবী শান্ত হলেন ! এসব দেখে শুনেও আজকালকার পাষাণগুলোর চোখ কোটে না ?

মধু

তা হলে তর্পণ করা ভিন্ন আর কোন উপায় নেই ?

অচলদেব

না। বাপদাদারা যা করে' গেছেন তা ছাড়বে কেন ? তুমি ত আর কুলদ্বার নও—বেশ স্ববোধ শান্ত ছেলে ! সনাতন বিধি লঙ্ঘন করা যে মহাপাপ, তা আর তোমাকে বুঝাতে হবে কেন ? পুঁথিতেই লিখেছে—

পিতরো যেন যাতাঃস্ম যেন যাতাঃ পিতৃমহাঃ।

তেনৈব পথা গন্তব্যমেধ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥

মধু

বেশ, তাই হবে।



সাগরের ডাক ]

অচলদেব

অতি উত্তম ! অতি উত্তম ! আশীর্বাদ করছি—দীর্ঘায়ু হও—সুখে থাক । বাপদাদার নাম বজায় থাক ।

এখন তবে আসি, বাবা । বড় দেবী হয়ে গেল—আজ আবাবর কুপ-পূজো । শুভদণ্ড অতিক্রম না হয় ।

[ মধু প্রণাম দিল । আশীর্বাদ দিয়া

অচলদেব প্রস্থান করিলেন । ]

মধু

বাপদাদারা যা করে' গেছেন, তাই-ই করে' দেখি । কিন্তু বড় একটা সন্দেহ হয়—ঐ অচলদেব উনি ত সনাতন বিধি-নিয়মের এক পা বাইরে যান না । উনি আজপর্যন্ত সাগরের দর্শন পেলেন না কেন ? তবে কি ও পথে চলে সাগরকে দেখা যায় না ? ও পথটা ঠিক নয় ? কিন্তু কে এমন আছে, আমায় বলে দেয়—ওটা ঠিক কি বেঠিক ? তবু ঐ পথে চলাই এখন সঙ্গত মনে করছি—পিতৃপিতামহের প্রদর্শিত পথ হঠাৎ ত্যাগ করা বোধ হয় উচিত হবে না ।

[ চঞ্চলকুমারের পুনঃ প্রবেশ ]

চঞ্চলকুমার

কি মধু, তুমি এখানে যে ?

মধু

কায ছিল ।

চঞ্চলকুমার

গণ্ডীপাড়ায় কায ! এখানে কায বলে' কিছু হয় না কি ?

মধু

হওয়ালেই হয় ।

চঞ্চলকুমার

উহু—তবে তুমি এ পাড়াটা ঠিক চিন্তে পার নি ।

মধু

কেন ?

চঞ্চলকুমার

চারদিকে দেয়াল তুলে দিয়ে, হাতে পায়ে শিকল ঝুঁটে যদি কাউকে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া যায়, সে যেমন কাষ করতে পারে, এখানে কাষ হয়—সেই রকম !

মধু

অমন করে' বাড়িয়ে বলো না ।

চঞ্চলকুমার

বাড়িয়ে ?—এক বিন্দু নয় । পদে পদে বিধি-নিষেধের শিকল—চলতে গেলেই চারিদিক হতে হাঁ—হাঁ করে' বেড়া তুলে দেওয়া,—এ ভাচোখের উপর অহোরহ চলছে । এমন বন্ধ জায়গায় কি দুর্গন্ধ, ভাই,—আমি ত এক দণ্ড টিকতে পারি নে !

মধু

বোধ হয় তোমার চলবার মধ্যেই একটা গোল রয়ে' গিয়েছে, তাই পদে পদে অত শিকলের ঝনঝন কাণে বাজে । আর দুর্গন্ধ ?—তাও হয়ত মনের বিকার !

চঞ্চলকুমার

তুমি তা'হলে এ পাড়াটার ভক্ত হয়ে উঠেছ !—বেশ—বেশ ! লেখাপড়া শিখে বুদ্ধিটাকে পঙ্গু করতে চাও—যেমন ইচ্ছে তোমার ।

সাগরের ডাক ]

মধু

ভক্ত—অভক্তের কথা হচ্ছে না, ভাই। বহুকালের জিনিষগুলো  
এক মুহূর্তে ছেড়ে দিব—কিসের লোভে ?

চঞ্চলকুমার

বুদ্দিটা ত আছে ? সেটাকে একটু খাটাতে হয়,—একটু বিচার  
করলেই সব গলদ ধরা পড়ে।

মধু

আমি ত বিচার করে' কিছু স্থির করতে পারি নি।

চঞ্চলকুমার

নবীন বাবুর কাছে কোন দিন গিয়েছ ?

মধু

না।

চঞ্চলকুমার

একবার যেয়ো তাঁর কাছে। কি সুন্দর তাঁর বিচার-প্রণালী !—  
একেবারে চোখে আপুল দিয়ে গণ্ডীপাড়ার গলদগুলো দেখিয়ে দেবেন।  
আমি ত বেশ আনন্দ পাচ্ছি সেখানে যেয়ে—খোলা জায়গার খোলা  
হাওয়া লেগে গাটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

তুমি যাবে সেখানে ? প্রতি শনিবারে বৈঠক হয়—কালকার বৈঠকের  
বিষয়—“সাগরের সন্ধান।” কাল হবে ?

মধু

সাগরের সন্ধান ? তবে ত যাওয়াই চাই। সাগর !—সাগরের কথা  
সেখানে হয় ?

[ গণ্ডীপাড়া:

চঞ্চলকুমার

নিশ্চিত। তা ছাড়া আর হবে কি? আর সে কি গণ্ডীপাড়ার মত  
কথা? শুন্লেই বুঝতে পারবে। অমন জীবনে কখনও শোন নি।

মধু

শুনব। সাগরের কথা শুনব না?

চঞ্চলকুমার

তবে কাল যেয়ে কিন্ত। বল ত আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

মধু

বেশ, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

চঞ্চলকুমার

কাল বিকেলে তবে বাড়ী থেকে।

মধু

আচ্ছ।

চঞ্চলকুমার

খুব সুখী হলাম, ভাই। নিজে যে তৃপ্তি পাচ্ছি, আরেকজনকে তা  
দিতে পারলে জীবনটা সার্থক হয়। বাড়ী থাকতে ভুলো না যেন।  
আমি কাল আসব।

মধু

এস।

চঞ্চলকুমার

তবে নমস্কার।

মধু

নমস্কার।

[ চঞ্চলকুমারের প্রস্থান ]

সাগরের ডাক ]

মধু

সাগরের সন্ধান ! একেবারে সন্ধান ? এত সহজে ! এত নিকটে !  
সন্ধান যদি পাওয়া গেছে, দর্শনও তবে মিলেছে । আর ভাবনা কি ?

গান

মন তুমি আর ভেবোনারে,  
রতন তোমার আসুছে হাতে ।  
অলস শয়ন ছাড়—ছাড়,  
এনো না ঘুম নয়ন-পাতে ।  
আশার তরী ঘুরে ফিরে,  
এত দিনে ভিড়বে তীরে,  
বন্দরের ঐ বন্দনা-গান  
ভাসুছে বুঝি বায়ুর সাথে !

---

ۛ



## উন্টাডাঙা—নূতন বস্তি



[ বাগান মধ্যে একটি পাকঘর। দুয়ার জানালা সব খোলা। বেলা অপরাহ্ন। নবীনচন্দ্র বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এক একটা ফুলের গন্ধ লইতেছেন। তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা। ]

### নবীনচন্দ্র

সন্ধ্যা হয়ে এল। বন্ধুবর্গ এখনি আসবেন, তাঁদেরে আজ তৃপ্তি দিতে পারলে হয়। বোধ হয় পার্ব—আজ বক্তৃতার বিষয়টা বেশ ভালই আছে। “সাগরের সন্ধান”—এ বিষয়টা নিয়ে আজ কতগুলো নতুন কথার অবতারণা করা যাবে। য়া বলব ভেবে রেখেছি, তা বলে, প্রাচীন মতের অন্ধগুহা একটা নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আশা করা যায়।

[ মালীর প্রবেশ ]

### মালী

হজুর, আজ ত সাজ লাগতেই জ্যোন্না উঠবে, বাইরে আজ আলো দেবার দরকার আছে কি ?

### নবীনচন্দ্র

দিবি বই কি ? জ্যোন্না কি সব দেখা যায় ? দে—দে আলো দে। সাজ ত হয়ে এলরে, দেয়ী করুছিস কেন ? দেখুছিস নি সন্ধ্যামণিরা সব ফুটে উঠেছে ?



সাগরের ডাক ]

মালী

ও:—তাইত । দিচ্ছি আজ্ঞে ।

নবীনচন্দ্র

একেবারে চোখ বুঁজে থাকিস না কি ? না দেখিয়ে দিলে কিছুই দেখবি নি ? তোদের দেশের ধরণটাই ঐরূপ । যা-যা, আলো আন্ ।

[ মালীর প্রস্থান ]

সমস্ত দেশের অবস্থাটা বাগানের ঐ মালীর গায়ে লেখা রয়েছে । চোখটা একেবারেই খুলতে চায় না ! পদে পদে কত যে ঠোঁকর খাচ্ছে—তবু হুঁস নেই । সেই মাকাতার আমলের ভাবগুলো একেবারে রক্ত-মাংসের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে নিজেরা বরফের মত জমাট বেঁধে উঠছে, তীব্র উত্তাপ না পেলে কিছুতেই আর গলছে না, দেখছি ।

[ মালী আলো জালিয়া দিল । বন্ধুর দল আসিলেন, তন্মধ্যে চঞ্চল-কুমার ও মধু । নবীনচন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যেকের নমস্কার-বিনিময় হইল । চঞ্চলকুমার মধুকে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে “সাগর-পিপাসু” বলিয়া পরিচিত করিয়া দিল । নবীনচন্দ্র মুহূর্ত্তে তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন । তারপর সকলে খোলা ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন—সেখানে কতকগুলি বেঞ্চপাতা, ততুপরি বন্ধুবর্গ উপবিষ্ট হইলেন এবং সকলের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে একটা উচ্চ বেদীতে নবীনচন্দ্র ঘাইয়া বসিলেন । ঘরটা খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল । তারপর দলের দুই তিন জনের দ্বারা গীত-আরম্ভ । ]

গান

( মিশ্রভৈরবী—একতাল )

অন্ধকারে যে তোমায়ে

খুঁজিয়া মরিছে হার—

সে কেবলি শ্রান্তি লভে,

মজে শুধু নিরাশায় !

হে সাগর, হে অরুণ,

নিখিলের রস-কুণ,

তোমাতে দেখিতে হলে

নুন্ন যে আলো চায় !

কে বলে গো তুমি দূরে ?—

আছ ত অন্তরপুরে,

এই যে নুপুর তব

দিবারাতি শোনা যায় !

অদেহ পরশ তব,

সদা করে অভিভব,

তাপিতে শীতল করে

য়ন-গৃঢ় করুণায় !

[ গীতান্তে গৃহ নীরব । কিছুক্ষণ নবীনচন্দ্র এবং মধু ব্যতীত দলের আর  
আর সকলে মুদিতনেত্রে, অবনতমস্তকে ধ্যানমগ্ন । ]

নবীনচন্দ্র

সপ্তাহ পরে আজ আবার আমরা একস্থানে মিলিত হয়েছি । বোধ  
হয় কেহই আমরা ভুলি নাই—আমাদের এ মিলনের উদ্দেশ্য কি ।  
গণ্ডীপাড়া সাগর-সম্মুখে যে বিকৃত ধারণা লোকের মধ্যে প্রচার করছেন,  
আমরা তা রুদ্ধ করব—তঁারা যে বিধি নিষেধের নাগপাশে লোকদেরে  
আড়ষ্ট করে রাখছেন, আমরা বিচারের দ্বারে তা ছিন্ন করব । আমরা

## সাগরের ডাক]

চেপ্টা করুব যাঁতে সাগরকে সকলে প্রাণে মনে অতি সহজে, অতি সরল ভাবে উপলব্ধি করতে পেরে ধন্য হয়।

আজ আমাদের বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে—“সাগরের সন্ধান।”

আমরা দেখছি—ডাঙার দেশে সাগরকে চায় প্রায় সকলেই। ইতিহাস খুঁজলেই দেখা যায়,—অসভ্য বর্বর যারা, তারাও সাগরকে বিশ্বাস করে’ আসছে। এ বিশ্বাসের অন্ত নেই। যতকাল মানুষ, ততকাল এ বিশ্বাস। এর একমাত্র কারণ—ডাঙা যে সাগর হতেই উদ্ভূত। তাই সাগরের দিকে তার এই আকর্ষণটা স্বাভাবিক—অমুরাগটা আন্তরিক। কিন্তু অমুরাগ ও বিশ্বাস এক, আর তাঁকে উপলব্ধি করা আর। বিচার-বুদ্ধিতে সেই অমুভব করবার প্রণালীটা স্থির করে’ নিতে হবে। নইলে অন্ধকারে যাকে হাতের মাথায় পাব, তাকেই সাগর বলে’ ভুল করে’ বসব!

আমাদের পূর্ব পূর্ব পিতৃপুরুষ—যারা দ্রষ্টা ছিলেন, সাগরকে যারা সদাসর্বদা উপলব্ধি করতেন, তাঁরা বলে’ গিয়েছেন—“সাগর অসীম।” কিন্তু তাঁদের বংশধর তাঁদের কথা অগ্রাহ্য করে’ সাগরকে সসীম বলে’ প্রচার করছেন! এ-ত কখনই হতে পারে না। অসীমকে সসীম করা—অনন্তকে সান্ত করা, এষে একেবারেই যুক্তিবিহীন! এ করলে সাগরকে যে নিতান্তই অধমাননা করা হয়। আর সেই অপমান কখন কি তাঁর আরাধনা হ’তে পারে?

আমরা তাঁর সন্ধান করতে চাচ্ছি। কিন্তু কোথায়? তিনি ত দূরে ন’ন। তিনি ত আকার গ্রহণ করে’ নিজের চারদিকে প্রাচীর তুলে প্রচ্ছন্ন থাকেন নি! তাঁর প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রতিনিয়তই ত হৃদয়-মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে। এই যে তাঁর স্বকোমল কর-স্পর্শ বায়ুর শৈত্যে অমুভব করছি! এই যে অবিরামরোদনোচ্ছ্বাস বর্ষাদেবীর নেত্র-প্রান্তে তাঁরই

প্রেমাক্ষ-ধারা!—এই যে বিশ্বের কলকোলাহলের মধ্যে তাঁরই হুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হচ্ছে! এমন যে তাঁর রমণীয় আবির্ভাব, এমন যে তাঁর নীরব ঘোষণা, তবু লোকে তাঁকে ভুল করে? বাইরে তাঁকে সন্মান করলে ত তাঁকে পাওয়া যাবে না। ভিতরে জ্ঞানের আলো জ্বলে তাঁকে খুঁজলেই তাঁর দর্শন মিলবে। সে ত অতি সহজ—অতি স্থলভ!

হে প্রাণের প্রাণ, হে নিখিলরত্নের আকর, হে ধরিত্রীর জনয়িতা, তোমাকে লোকে কত-না উপায়ে অহোরহ লাঞ্ছিত করছে। তুমি আছ, এ কথা মেনেও বাপীকূপ সারোবর ভেবে তোমায় তারা নাস্তিস্বের কোঠায় বসিয়ে রাখছে। অরূপকে রূপের ফাঁদে ধরতে ষাওয়া—সে কি ভীষণ বাতুলতা! হে করুণাময়, তুমি তাদের অজ্ঞানাক্রকার দূর কর, তাদের চক্ষু ফুটিয়ে দাও, তারা একবার তাদের নিজের ভ্রান্তি-গড়া মোহ-প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলুক, তাদের এই বালস্থলভ ক্রীড়াচপলতা ঘুচে যাক—বিধি-নিষেধের কাঁটাবন অপনীত হয়ে তাদের পক্ষে তোমাকে পাবার পথ একেবারে স্বগম হয়ে উঠুক।

বন্ধুগণ, আমাদের মিলন সার্থক হতে চলেছে। এর ক্রমঃবর্দ্ধিত মাধ্যমে আমরা তাঁর আবির্ভাব বেশ অনুভব করতে পারছি। আহ্নন, আমরা আজ এর জন্তে তাঁকে অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করি, আর তাঁর চরণে প্রার্থনা করি তিনি যেন প্রতিদিন আমাদের আনন্দের নব নব রসধারায় সঞ্জীবিত রাখতে বিরত না হন, তাঁর প্রবল করুণায় আমাদের বুদ্ধির অমানিশা যেন ঘুচে যায়, আমরা যেন জ্ঞানের প্রদীপ্ত দিবালোকে বিচরণ করতে পারি।

[ পুনর্ব্বার নবীনচন্দ্র ও তাঁহার দলের অবনতমস্তকে এবং মুদিত-নেত্রে অবস্থিতি। খানিকক্ষণ পরে দলের দুই তিনজনের দ্বারা সঙ্গীত আরম্ভ। ]

## সাংগরের ডাক ]

গান

( মিশ্র—১৭ )

দরদিয়া সাংগর এস,

দুয়ার দিয়া এই ঘরে,

কোন বাধাই রাখিবোনাক

তোমার আসা-পথের'পরে ।

এস শাওন ধারা-পাতে,

এস মধুর-মধু-রাতে,

এস শরৎ জ্যোছিনাতে,

যখন খুলী বহর ধরে' ।

দেখে তোমার মনোলোভা,

ধরার গায়ে ফুটবে শোভা,

পলুল, সর তুচ্ছ ডোবা

মরবে দারুণ লাজের ভরে !

মাম্ব-গড়া প্রাচীর নাশি,

বাজবে তোমার জয়ের বাঁশী,

কেণিল তব পুলক হাসি

জালবে আলো সবার ভরে ।

[ নূতন বস্তু ]

[ গীতান্তে সকলের নমস্কার-বিনিময় এবং বিদায়-গ্রহণ। নবীনচন্দ্র-  
প্রমুখ সকলের বাগান হইতে গ্রস্থান। কেবল চঞ্চলকুমার  
ও মধুর বাহিরে বাগানে আসিয়া অবস্থিতি ও  
কথোপকথন। ]

চঞ্চলকুমার

কেমন মধু, শুন্লে ত ? ভাল লাগল না ?

মধু

কি শুন্লাম, বোধ হয়, তা বুঝতে পারি নি।

চঞ্চলকুমার

সে-কি ? গণ্ডীপাড়ার যে একেবারে গোড়ায় গলদ,—অমন করে’  
উনি ধরিয়ে দিলেন, তা বুঝতে পারি নি ?

মধু

তুমি পেরেছ ?

চঞ্চলকুমার

তা আর পারি নি ? নইলে কি আর শুধু শুধু এ নতুন বস্তুতে  
আসা যাওয়া করছি ?

মধু

কি বুঝেছ ?

চঞ্চলকুমার

বুঝেছি যে গণ্ডীপাড়ায় অসীম সাগরকে সসীম করে’ নিরাকারকে  
আকার দিয়ে, অরূপকে রূপ দিয়ে, বাতুলতা করা হচ্ছে।

মধু

বক্তৃতার মধ্যে সে কথাটা আমিও শুনেছি।

চঞ্চলকুমার

তবে ?

নাগরের ডাক ]

মধু

নাগরের সন্ধান মিলল কই ?

চঞ্চলকুমার

আর কি সন্ধান চাও ? বাইরে চাইলেই যে তাঁকে ভুল করবে !

মধু

অন্তরে ত তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।

চঞ্চলকুমার

দেখবে কি ? অহুভব কর।

মধু

তিনি ত নিরাকার বল্ছ—তাঁকে অহুভব করুব কিরূপে ?

চঞ্চলকুমার

অহুভব ? এই বিচার করে—জ্ঞানের আলো জ্বলে।

মধু

ঐ থানেই ত গোল লাগছে। বিচার করতে গেলে ত কতগুলো শুষ্ক কথাই কাটাকাটি যথা—তিনি সাকার নন,—নিরাকার, তিনি সসীম নন,—অসীম,—এই সবই মনে ভাসবে। ওতে যা সাব্যস্ত হবে, সে-ও ত “বাপীকূপ সরোবর”র মত ভিন্নধরণে নাগরের একটা শাস্তিক কল্পনা হয়ে দাঁড়াবে ! তোমরা ধ্যানের সময় কি ঐ শব্দগুলো চিন্তা করছিলে ?

চঞ্চলকুমার

কি জানি, ভাই, তোমার হৃদয়টা কেমন ! আমি ত বেশ আনন্দ পাই।

মধু

ও আনন্দ কখনই বিচারের ফল নয়। যদি সত্যই আনন্দ পেয়ে

থাক, তবে সেটা কল্পনারই খেলা। কণিকের অন্ধ উচ্ছ্বাস মাত্র। কিন্তু আমি চাই—প্রত্যক্ষের অহুভূতি। তা যতদিন না মিলছে, ততদিন গণ্ডীপাড়ার কাল্লনিক ভ্রান্ত উপায় ধরাও যা, তোমাদের এই নতুন বস্তুর কাল্লনিক অহুভবের রাস্তাটাও তা-ই। না না এমন শূন্য নিয়ে প্রাণে আনন্দ পাব না। এখানে অসংখ্য বাক্যবিতণ্ডার ঘনবিগ্ৰহ, মায়াজাল—আর সেখানে বিধি-নিষেধের কঠিন শিকল। এখন কোথায় যাই? তবু ঐ শিকলটা অনেকদিন হতে পরতে পরতে কিছু কিছু অভ্যস্ত হয়ে গেছে—এখন এই বাক্যজালের লোভে তাকে ছাড়লে ত আর অভীষ্টসিদ্ধ হবে না।’

চঞ্চলকুমার

কি মাথা মুণ্ড বক্ছ? তুমি কিছুই বুঝলে না ছাই!

মধু

বুঝতে দিলে কই?

চঞ্চলকুমার

তুমি কেবল বক্তৃতার কথাটাই ভাব্ছ, একবার দেখলে না ত এখানে কেমন স্বাধীনতা!

মধু

মিথ্যা ধারণা।

চঞ্চলকুমার

সে—কি?

মধু

মিথ্যা নয়? দল বেঁধে যখন তোমরা থাকতে যাচ্ছ, তখনই ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তোমাদের লোপ পেয়ে গেছে। আংশিক স্বাধীনতা—



সাগরের ডাক ]

সে-ত সামাজিক মাছুষের কখনই মিলতে পারে না—বিধিনিষেধ তাকে কোন না কোন স্থানে মানতেই হবে। না মানলেই তার স্বাধীনতা উচ্ছ্বলতার রূপ ধরে' তাকে পশুত্বে ঠেলে নিয়ে যাবে।

চঞ্চলকুমার

তুমি পুঁথির বিজ্ঞা আওড়াচ্ছ। একবার ভাল করে দেখ দেখি—নতুনবস্ত্রের ধরণ-ধারণ গুলো। একটু তলিয়ে মজিয়ে তুলনা করে দেখলেই বুঝতে পারবে—গণ্ডীপাড়ার চেয়ে এখানে স্বাধীনতা কত বেশী।

মধু

এ বিশ্বাস হয় না। হয়ত দেখতে পাব—হয় ত কেন?—নিশ্চিত দেখতে পাব—এখানে আরেক রকমের পরাধীনতা দেখা দিয়েছে—নতুন রকমের বাঁধনের আয়োজন চলেছে। বুঝতে পারছ না?—এ যে চলবেই। বাঁধন ছাড়া মানুষ থাকবে কিরূপে?

চঞ্চলকুমার

তোমার কথাগুলো একটু নতুন নতুন ঠেকছে। নবীনবাবুর সঙ্গে তোমার একবার ভাল করে' আলাপ হওয়া আবশ্যিক। তিনি নতুন কথা খুব পছন্দ করুন।

মধু

আজ আর হয় না। আলাপ হওয়ার দরকারও আর মনে করছি না।

চঞ্চলকুমার

কেন?—তোমার ধারণাটা ভ্রান্ত ও ত হতে পারে!

মধু

তা-হোক। আমি তর্ক চাই না। আমি সাগর দেখতে চাই। তাঁর

[ নৃতন বস্তি

কাছে সে আশা নেই, তা তাঁর বক্তৃতা হতেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কোথায় আছে? কেউ কি তার সন্ধান বলতে পারে না?

চঞ্চলকুমার

তোমার গোঁড়ামীটা অসহ্য।

মধু

আর তোমার গোঁড়ামীটা খুবই সহ্য! যাও, ভাই, আর বুঝা বচসা দিয়ে কাষ নেই।

চঞ্চলকুমার

আমার আবার গোঁড়ামী দেখেছ কিসে? আমি ত সকল গোঁড়ামীর উপর খড়্গহস্ত।

মধু

ওটাও একরকমের গোঁড়ামী—আর ওটা আরও ভয়ানক যে নিজের ক্রটির দিকে একবারও লক্ষ্য করে না—যত লক্ষ্য সব অপরের উপর!

চঞ্চলকুমার

না—তোমার সঙ্গে আজ পেরে উঠবার জো নাই। মাথাটা তোমার আজ ঠিক আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু আর ত এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। ঐ যে মালী আসছে—বাগানের ফটক বন্ধ করতে। চল, বেরিয়ে পড়ি।

মধু

তাহ'লে দেখছি এ বাগানের ফটকও বন্ধ হয়! বেশ—বেশ! যাও, ভাই, তোমার সঙ্গে আর আশি চলছি নি। তুমি যাবে ঐ মুখো—আমি যাব এই মুখো।

চঞ্চলকুমার

তবে চললাম।

[ প্রস্থান

## সাগরের ডাক ]

মধু

বড় আশা করে' এসেছিলাম । এমন হতাশ হব, তা'ত ভাবি নি ।  
তবে বুঝি আমার ভাগ্যে সাগর দেখা নেই ! কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে,  
ততই যে আমি তাকে দেখবার জন্তে উতল' হয়ে উঠছি ! কি গোপন  
বাঁশীর ডাকে সে আমায় এমন করে' ডাকছে ! কিন্তু সে কোথায় ? দেখা  
কি দেবে না ? দেখা কি হবে না ?

গান

( পটমঞ্জরী—একতারা )

ওগো সুনীল বন্ধু আমার

কোথায় ব'সে বাজাও বাঁশী ?

তোমার তরে এমন করে'

পরাণ কেন হয় উদাসী !

কি গান তুমি গেয়ে গেয়ে যাও,

অর্থ তাহার বুঝতে নাহি দাও,

দিখিদিকে কেবল ঝরাও

সুরে সুরে পুষ্পরাশি ।

শ্রবণ মম শুনছে যত গান,

অঁকুল করে দিচ্ছে এ নয়ান,

দরশ আশায় হাঘরে দিনমান

জলে জলে যায় সে ভাসি ।

মিষ্টি যদি এমন বাঁশী-সুর,

প্রাণটা তব নয় কিরে মধুর !

আড়াল ধরে' এমনি হবে দূর,—

দাঁড়াবে না সামনে আসি ?

1



## উন্টাভাঙা—চৌমাথা



### নিবারণ

আচ্ছা কারবার ফেঁদে ফেলেছ, বন্ধিম। রাতদিন কেবল হটোপুটি, দৌড়াদৌড়ি, চেষ্টামেচি।—যত রাজ্যের অকালকুস্মাণ্ডের ঠেলাঠেলি। কেবল থাই—থাই রব। একটু যে সোয়াস্তিতে থাক্ব—তার পথটা পর্য্যন্ত বন্ধ করে' দিয়েছ।

### বন্ধিম

তা না করুলে চলবে কেন, নিবারণ দা? টাকার দরকার ত সকলেরই। নইলে খাবে কি? সংসার চলবে কিরূপে?

### নিবারণ

আরে রাম বল—রাম বল। অমনতর খাটুনি! ওতে যে মৃত্যুকে তাড়াতাড়ি নিমজ্জন করে' আনছে! আর টাকা দিয়ে কি হবে ছাই? জীবনটাই যদি বুথা চলে' গেল, তবে টাকার খলে নিশ্চয়-কি মৃত্যুর পারে বাঁচতে যাবে? যত সব অনাস্থষ্টি তোমাদের!

### বন্ধিম

তবে কি করতে হবে?

### নিবারণ

হেসে খেলে নাও—হেসে খেলে নাও। হৃদয়ের জীবন অমন করে' ব্যর্থ করা কখনই উচিত নয়।

### বন্ধিম

তুমি তা বলতে পার। বাপদাদার টাকা রয়েছে—বসে' বসে' খেতে পাচ্ছ, হাসিখেলা তোমার আসবে না কেন? কিন্তু সকলে ত আর তোমার মত নয়,—তাদের টাকা রোজগার করতে হবে—খাটতে হবে। নইলে, পথের কুকুর হয়ে' কাঙালবেশে পরের দরজায় লাঠিছাড়া আর কিছুই যে তাদের মিলবে না! আমোদ তুমি করতে পার—কর, কিন্তু সকলকে তোমার দলে টেনো না—টানতে পারবেও না।

### নিবারণ

তাই ত বলছিলাম—আমার সোয়াস্তির পথটা তোমরা একেবারে কাটায় ভরে' দিচ্ছ। আমি এখানে থাকি কি করে'?

### বন্ধিম

থাকা চলবে না। এখানে থাকতে হলে, খাটতে হবে। আর খাটবেই বা না কেন? বাপদাদারা না খাটলে তোমার ও টাকাটা আসত কেমন করে'? আর তুমি না খেটে, সেই টাকাটা ভোগ করবে? এ হ'তেই পারে না। লক্ষ লক্ষ লোক টাকার অভাবে ছটফট করছে—যুরে মরছে—মারা যাচ্ছে, আর তোমার ঘরে টাকার পুঁজি, অনায়াসে অক্লেশে তুমি তা উড়োচ্ছ—ফুটি করছ! কে বলেছে, ঐ পুঁজি টাকায় তোমার অধিকার? মিথ্যা কথা। রক্তের দোহাই দিয়ে অলস লোকে কখনই ও টাকার অধিকারী হতে পারবে না—ওর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ঐ দীন দরিদ্র অন্নহীন কর্মরাস্তা জনসংঘ।

### নিবারণ

তোমরা ক্ষেপেছ, দেখছি। অনবরত টাকা—টাকা করে' খাটতে খাটতে তোমাদের মাথা কি আর ধারাপ না হয়ে যায়? আরে ভাগ্য বলে'

একটা জিনিষ আছে, তা'ত মান ? আমার ভাগ্যে আছে—আমাকে টাকার জন্তে ভাবতে হবে না—আমোদ আহলাদেই আমার জীবনটা কাটবে। তোমরা জোর করলে ত আর কপালটা কেড়ে নিতে পার না !

বক্ষিম

ভাগ্যই যদি থাকে, তবে সে ভাগ্যটা সকলের সঙ্গে সমান ভাগ বসাবে—এই-ই আমরা চাই।

নিবারণ

এ কখনই হতে পারে না।

বক্ষিম

এই-ই হবে। ভাগ্যের নামে অমন বুজুর্জুকী আমরা কিছুতেই আর চলতে দেব না। মানুষ মাত্রেই সমান অধিকার। কার বেশী, কার কম, এ সব দরদস্তুর এবার আর চলছে না।

নিবারণ

তুমি ত ভয়ানক লোক দেখছি হে। ভাগ্য মান না ? উ'চু নীচু—সুখ সুবিধে ও সব যে ভাগ্যেরই ফল ! এই দেখ না কেন, তোমার ত অনেক রকম কারবার চলছে, তাদের কুলী মজুরদের খাটাতে হলে তোমাকেই হুকুম করতে হয়। কেন, সে বেটারাও ত তোমাকে হুকুম করলে পারে ? এ হয় না। তাদের ভাগ্য—হুকুম খাটা, তোমার ভাগ্য—হুকুম করা।

বক্ষিম

তাদের শিক্ষার দোষে তারা কুলীমজুর হয়েছে—হুকুম খাটছে। এমন শিক্ষা দেব যাতে আর তারা হুকুমের তলে না থাকে।

নিবারণ

এ হতেই পারে না। হাজার শিক্ষা দাও, ভাগ্যে থাকে কুলী ব



সাগরের ডাক ]

কুলীর কৰ্ত্তা হতে লিখেছে, সে তাই-ই হবে,—তা আর উন্টোতে পার্বে না।

বন্ধিম

এ হতেই হবে। ভাগ্যটাকে না উন্টিয়ে আমরা কিছুতেই আর ক্ষান্ত হচ্ছি নি।

নিবারণ

যখন উন্টিয়ে দিতে পার্বে, তখন তোমাদের নিবারণদা তোমাদের দলে মিশবেন। আপাততঃ কিছুদিন আমোদ ভোগ করা যখন তার ভাগ্যে আছে, তা হ'তে আর তাকে বঞ্চিত কর কেন?

না আর কথা নয়। তোমার সঙ্গে বকে' বকে' আমার প্রাণের রসটা শুকিয়ে উঠল। এইবার সরে' পড়া যা'ক'। (সহসা তুড়ি দিয়া তান ধরিল)

“তুমু তা-না-না-না-না ড্রিম্,

ড্রিম্ তা না-না-না—না,

ড্রিম্ তা না-না-না—”

হাঁ, এতক্ষণে কুঁড়িটা আবার জমে আসছে—বাঃ বাঃ !

[ প্রস্থান ]

বন্ধিম

কেমন সুখের পায়রা সব !—কেবল রাতদিন আরাম খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পরের দুঃখ কষ্টের দিকে একটুও লক্ষ্য নেই ! যত লক্ষ্য সব নিজের সুখের দিকে ! টাকাটা এক জায়গায় জড়' হলেই এই সব উপদ্রব সৃষ্টি করে। তারপর ঐ সেকেলে স্বত্ব-আইন, কি বিষময় ফলই না ওতে সমাজে এনে ফেলেছে ! সবটার একেবারে আমূল সংস্কার আবশ্যক, নইলে আর এ ভীষণ বৈষম্যের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

[ প্রস্থান ]

[ চৌমাথা ]

[ অন্ধ দিক দিয়া চঞ্চলকুমারের প্রবেশ ]

চঞ্চলকুমার

ও কে গেল ?—বন্ধিমদা নয় ? ও—ও বন্ধিম দা, আরে কোথায় যাচ্ছ হন্থন্থ করে' ? শোনই না ।

[ বন্ধিমের পুনঃ প্রবেশ ]

বন্ধিম

কিরে ডাক্‌ছি কেন ? দেখ্‌ছি নি বেলা হয়ে গেল ? কাষের সময়, এখন কি আর দেৱী করতে পারি ? বল চট্‌করে'—কি থবব ।

চঞ্চলকুমার

আমাকে তোমার কারখানায় নেবে ?

বন্ধিম

সে কিরে ? তোর আবার ও মতি হল কবে থেকে ?

চঞ্চলকুমার

যবে থেকেই হোক । বল, নেবে ?

বন্ধিম

তুই কি পারবি ? এর নাম কাষ রে কাষ—একেবারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ! এ ত আর বসে' বসে' স্বপন দেখা নয় ?

চঞ্চলকুমার

তা জানি । ঐ কাষই এখন আমার করতে হচ্ছে । নইলে খাব কি

বন্ধিম

কেন, সাগরের স্বপন দেখে ? যত সব আকাটমুখ্য তোরা ! আমি গোড়া থেকেই জানি—সাগর, সাগর বলে' চোঁচালে সাগর ত কোনদিন দেখা দেবেই না, লাভের মধ্যে মাথাটা যাবে খারাপ হয়ে, শরীটরা

সাগরের ডাক ]

মাবে মাটি হয়ে', আর তার ফলে সংসার ও সমাজের বৃকে জলবে  
আগুন !

যাক। এখন তবে তুই বুঝতে পেরেছিস—শরীরটাই আগে ?

চঞ্চলকুমার

হঁ।

বঙ্কিম

বেশ। কিন্তু যে "ফুরফুরে বাবু" হয়ে পড়েছিস, কি কায তুই  
করতে পারবি, তা'ত বুঝতে পারছি নি।

চঞ্চলকুমার

এই যা হয় একটা কিছু। কিছুদিন শিক্ষানবীশীও ত করা চাই।

বঙ্কিম

তা'ত করতেই হবে রে। নইলে কি আর একচোটে কোন কায়েদ  
ভার তোকে দেওয়া যেতে পারে ? আচ্ছা, কিছুদিন সবুঁই কর না—  
দেখি তোর মতিটা এর মধ্যে ফিরে যায় কি না !

চঞ্চলকুমার

না—না এবার আর তা হচ্ছে না।

বঙ্কিম

সেটা ফলেন পরিচায়ভে। তোর ত এর মধ্যেই কত পরিবর্তন  
দেখলাম ! এখন কোথায় যাচ্ছিস, বল ?

চঞ্চলকুমার

তোমার কাছেই।

বঙ্কিম

তবে চল, দুজনাই কারখানাটা একটু ঘুরে দৈখে আসি।

## চঞ্চলকুমার

চল ।

[ উভয়ের প্রস্থান । অত্ৰাদিক দিয়া মধুর প্রবেশ ]

মধু

কিছু হল না—কিছু হল না । কই, সাগর কই ? প্রাণটা যে একেবারে শুকিয়ে উঠছে ! কতকাল আর এ শুষ্কতার মধ্যে পড়ে থাকব ? এষে বড়ই ভীষণ ! না—না এমন করে' জীবনটাকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হচ্ছে না । আমি চলছি কই ? এ পথ কি তবে পথ নহে ?—এটা কি একটা গোলোকধাঁধা—বন্ধ ঘর ? না, এ পথে চলবার মত সামর্থ্য আমার নেই ? না, চালক অভাবে পথের সঠিক বার্তাই আমার কাছে এখনও পৌছায় নি ? বিষম সমস্যা ! এ সমস্যার মীমাংসা করবে কে ? কে আমায় ঠিক পথে চালাবে ?—কে আমায় সাগরে নিয়ে যাবে ?

[ বন্ধিমের কারখানার একজন নিরক্ষর সর্দারের প্রবেশ ]

সর্দার

পেরণাম, দাদাঠাকুর

মধু

কোথায় যাচ্ছিস এত সকালে ? ভাল আছিস ?

সর্দার

আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্বেদে ভালই আছি । গিয়েছিলাম আমাদের কর্তাবাবুর খোঁজে । শুনলাম তিনি বাড়ী নেই—কারখানায় বেরিয়েছেন । তাঁর দিয়ে খুব দরকার । এখনই চাই ।

মধু

কেন, কি হয়েছে ?

সর্দার

আজ ভোরে তেলের কারখানার দরজা খুলতে গিয়ে দেখি, উঠানে পিপেগুলোর কাছে তিনটে মোহর পড়ে' রয়েছে। একবার ভাবলাম সে গুলোয় হাত দেব না—কেজানে, কার মোহর?—থাক্ পড়ে' তারপর ভাবলাম, না—এ গুলো কর্তাবাবুর হাতে দিই গিয়ে, তিঁ খোঁজ ক'রে যার হয়, তাকে দিয়ে দিগ্বন। এই ভেবে মোহরগুলো যেই তুলেছি, অমনি রামু সর্দার এসে উপস্থিত। সে দেখতে পেয়ে ব্যাপারখানা কি জিগ্গেস কর্লে। আমি সবটা তাকে খুলে বললাম। সে কি বলে, দাদাঠাকুর, জানেন?—সে বলে, কুড়িয়ে পেয়েছিল, আর দিগে যাবি কেন? লক্ষ্মীর ধন হাতছাড়া করতে নেইরে, হাতছাড়া কর্বে নেই।

মধু

তুই তাতে কি বলি?

সর্দার

আমি বললাম, সে কি হয় রে রামু? এটা যে পরের জিনিষ! কো ব্যাপারী হয় ত ফেলে গেছে, এতক্ষণ টের পেয়ে থাক্লে নিশ্চি কান্নাকাটি যুড়ে দিয়েছে। এটা গোপন কর্লে, সাগর কি তা জানে পাবেন না? হয় ত এই পাণের জন্তেই কোন্ দিন তিনি ফু'সে' উ আমার দক্ষা রক্ষা করবেন আর কি!

মধু

সাগর!—হাঁ, তারপর?

সর্দার

রামু বল্লে—আর সাগরের ভয় কিরে? কর্তাবাবু ত বলে'ই থাকে-

সাগর-টাগর ওসব বাজে—এখানে টাকাই হচ্ছে কাষের। তবে আর  
ডরাস কেন ?

মধু

তুই কি উত্তর দিলি ?

সর্দার

আমি বললাম—আমরা মুক্ক্ষ লোক, কর্তাবাবুর ও সব কথা কি বুঝি ?  
আমরা সাগরকে ডরাই।

মধু

তাই বুঝি ঠিক করেছিল—মোহরগুলো বাবুর হাতে দিয়ে দিতে ?

সর্দার

আজ্ঞে।

মধু

বেশ করেছিল। যা শীগগির। সাগর বাজে নয় রে, সাগরই  
কাষের, এই কথাটা কখনই ভুলিস্ নি। আর কর্তাবাবুকেও তোন্ধ  
ভয়ের কথাটা একটু ভাল করে জানিয়ে দিবি।

সর্দার

যে আজ্ঞে—তবে চললাম, দাদাঠাকুর। পেরণাম।

[ প্রস্থান ]

মধু

আজ বন্ধিম একটু বুঝতে পারবে—আর পরিণামে আরও ভাল  
করে' বুঝবে—উন্টাডাঙায় তার মতবাদটা কি অনিষ্ট করেছে ও ক'বুছে।  
সাগরে বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা বা ভীতি না থাকলে এ ডাঙায় যে কেবল  
বাঘ ভালুক ছাড়া আর কিছুই বাস করত না ! আরে শিক্ষা—শিক্ষা করে'  
চোঁচাচ্ছিল,—তোর কেতাবী শিক্ষায় বুদ্ধিটাই যে কেবল ধারাল হবে, কিন্তু

## সাগরের ডাক ]

হ্রদয়, তা উন্নত হবে কি করে' ? তুই বলছিস—মানুষ শিক্ষিত হবে—শিক্ষিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে একটা চুক্তি করে' নিয়ে সমাজে বেশ শৃঙ্খলা বেঁধে থাকবে। কিন্তু সে কোন্ শিক্ষা-প্রণালী, যাতে মানুষ তার সমস্ত হীনস্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হবে ? সেই শিক্ষার প্রকার নিয়েই ত যত গোল ! শুধু কেতাবী শিক্ষায় মানুষ কি কখন মানুষ হতে পারে ?

তারপর সমাজের বিলাসিতা তুই ত কখনই রোধ করতে পারবি নি, করলে যে অনেকগুলো ব্যবসা মাটি হয়ে যাবে ! অর্থের দিক দিয়ে দেখলে—বিলাসিতা যে তোদের আদরের বস্তু ! আর যারা সেই বিলাসিতা ভোগ করতে পারবে না—অথচ করতে চাইবে—তারা যে তারই জন্তে গুপ্তচোর হতেও ছাড়বে না, তা নিবারণের উপায় কি করছিস ? ওসব চুক্তিফুক্তির চোখে ধুলো দিতে তারা ইতস্ততঃ করবে কেন ? কিন্তু যার চোখে ধুলো দেওয়া যায় না—যে আড়ালে বসে' সব দেখছে, শুনছে—সেই সর্বশক্তিমান সাগরে বিশ্বাস নিয়ে কতকাল ধরে' এই ডাঙার রাজ্যের লোকগুলো সংপথে চলে' আসছে—সে বিশ্বাস তাড়িয়ে দিয়ে লাভ ত হচ্ছেই না—বরং উন্টে হচ্ছে সামাজিক ক্ষতি !

কিন্তু যাক্—ও নিয়ে মাথা ঘামানো বিফল। যে যা বুঝেছে, সে তাই-ই করে' যাক্—ফলে যা হয়, পরে হবে। আমার কিন্তু আজ ঐ সর্দারের বিশ্বাসের কাছে হাজারবার মাথা নীচু করতে হচ্ছে করছে। ঐ বিশ্বাসই সমাজের মেরুদণ্ড। থাক্—শিক্ষার অজস্র আলেয়া-আলো, তার চেয়ে মূর্ততার জমাট অন্ধকার ঢের বেশী বাহ্যনীয়—ঐ অন্ধকারের বুক হতেই নবাবরণের কিরণ-শতদল ফুটে ওঠবার সম্ভাবনা আছে ! আর আলেয়ায় ?—কেবলমাত্র পথ-ভ্রান্তি আর বৃথা প্রাস্তি ! দাও—দাও আমার সাগরে দৃঢ়বিশ্বাস—চুলোয় যাক্ আমার শিক্ষার ঘত আবর্জনা—আমি একবার নব্যশিক্ষিতদের মধ্য হাতে মরে' পুনর্জীবন লাভ করি।

আর পারি না—সুপীকৃত মতবাদের উপলব্ধিতে ঘা খেয়ে খেয়ে হৃদয় যে  
 ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়ল ! এবার ছুটতে চাই—সংশয়ের কঙ্করকঠিন অঙ্ক-  
 গুহায় জীবনটাকে আর নষ্ট করব না—করতে পারব না । এবার একেবারে  
 সকলের বাইরে যেতে চাই—একেবারে মুক্ত হাওয়ায়, মুক্ত আলোয়  
 অবগাহন করে' থাও হতে চাই । ঘনঘবনিকার অন্তরালে, হে বধিরতম  
 ভবিষ্যৎ, তুমি আমার জন্তে তেঁকমার কোন রহস্য-কক্ষে সফলতার বিচিত্র  
 বর্ণবিশিষ্ট একখানি মনোরম দৃশ্যপট কি রক্ষা করছ না ?

গান

( মিশ্র—দাদুরা )

সাগর যখন ডাক দিয়েছে,

থাকব না রে থাকব না,

গিরি-গুহার অন্ধকারে

বন্ধ মোরে রাখব না ।

কঠিন-শিলা ধসিয়ে দিয়ে,

চড়ায় চড়ায় লাফাইয়ে,

আপন মনে কল্কলিয়ে

নাম্বব—মানা মান্ব না ।

হিমের দারুণ পরশ-ভারে

জড়িয়ে মোরে জমিয়ে মারে,

রবির কিরণ বরষ-ধরে'

বারেক তরে যাচব না ।

খোলাখুলি আলো হাওয়ায়,

খোলা নভে, খোলা হিয়ায়,

পুলক মগন রইব সদায়,

ধার ত কাঙ্ক্ষ ধাব্ব না ।









## যাত্রা-পথ



( ১ )

### প্রান্তরে

মধু



কি অন্ধকার রাত !—কালো বাঘের মত হাঁ করে' এ যেন আমায়  
খেতে এয়েছে !—একটুও দয়া মায়া নেই ?—অন্ধকার এত নিষ্ঠুর—এ'ত  
জানতাম না। এর গভীর অন্তহলে চোখ বিধিয়ে দিচ্ছি, তবু ভোরের  
কোন চিহ্নমাত্র দেখতে পাচ্ছি নি। সূর্যের আলোক-শিশুকে এ বুঝি  
গ্রাস করে' বসে' আছে ? আমি চলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অন্ধকার  
আমার দৃষ্টি আগলে বসে থাকুল ! আমি কেমন করে' চলি ?

আমি কোথায় আছি ?—ঘরে না বাইরে ? কিছুই ত ঠাওর করা যায়  
না, সব যে একাকার ! উঃ শীতের কি কনকনে হাওয়া—শরীরের সব  
রক্ত বুঝি জমে' গেল। একে অন্ধকার—তারপর শীত,—হুই-ই কি  
ভীষণ ! এরা যুক্তি করে' আমার পায়ে শিকল বেঁধে দেবার আয়োজন  
করেছে। আমায় সাগর দেখতে দেবে না। কিন্তু এমন করে' সব সম্ভাবনা  
লোপ পেলোও, আমার সাগর দেখবার আশা ত লোপ পাচ্ছে না। আমি  
তাকে দেখব—দেখতে পাব—হৃদয়ের কাণে কাণে কে যেন অনবরত  
শুনিয়ে যাচ্ছে। পাব—পাব, দেখতে পাব। এ অন্ধকার ঘূচে যাবে—এ  
শীতের হাওয়া সরে' যাবে,—পরিপূর্ণ আলো—বসন্তের সঞ্জীবনী সমীরণ-  
স্থখ আমার জন্তে অপেক্ষা করে' বসে' রয়েছে ! নিশ্চিত নিশ্চিত।

ও—কি ?—পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না ? ঘাসের উপর অতি মৃদু-

শাগরের ডাক ]

মধুর পদধ্বনি ? এমন অন্ধকারে কে আসছে ? মাছুষ না পশু ? মাছুষই  
বটে ! এমন তালে লয়ে বাঁধা ধীরোখিত পদশব্দ মাছুষ ছাড়া আর কার  
হতে পারে ? কে আসছে ? কেন আসছে ? কেউ চলছে না—এমন  
‘অন্ধকারে এ চলে’ আসছে কেমন করে ? অই—নিকট হতেও নিকট-  
তর !—অই—অই ! কেগা এই অন্ধকারে ? কই, উত্তর ত দিচ্ছে না ?  
কে তুমি ? একেবারে গায়ের উপর এসে পড়লে যে ? বাঃ, কে—তুমি ?  
বধির না কি ? শুনতে পাচ্ছে না !

[ কেহই আসিবে না । পূর্ব হইতেই অন্ধকারের আড়ালে

একজন দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহার গায়ে নাড়া দিয়া ]

ওগো, তুমি কে ? উত্তর দিচ্ছ না কেন ? শুনতে পাচ্ছ না ?

অপরিচিত

পাচ্ছি ।

মধু

তবে বল—তুমি কে ?

অপরিচিত

আমি কে !—কেমন করে’ পরিচয় দেব ?

মধু

কেন, তোমার নাম ?

অপরিচিত

নাম কি আর আছে ?

মধু

সে—কি ? তুমি কি কর ?

অপরিচিত

কি যে করি—তাও ত বলতে পারছি নি।

মধু

ভাল—বেশ নতুন রকমের লোক দেখছি ত! কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

অপরিচিত

কোথায়ও নয়।

মধু

বেশ!—এই যে তুমি এখানে চলে' এলে ?

অপরিচিত

আমি এলাম ?—না—তুমি এলে ?

মধু

বাঃ আমি ত এখানেই দাঁড়িয়ে আছি! তোমারি ত পায়ের শব্দ  
শোন! গেল।

অপরিচিত

ভুল শুনেছ। ওটা আমার পায়ের শব্দ নয়। তোমারি পায়ের শব্দ  
পরের বলে' মনে হয়েছে।

মধু

আমার পায়ের শব্দ ! !

অপরিচিত

হাঁ-গো-হাঁ, তোমারি পায়ের শব্দ। তুমিই ত চলছ—আমি ত  
আর চলছি নি।

মধু

আমি চলছি ? ভীষণ অন্ধকার আমায় চলতে দিচ্ছে কই ? তবে  
চলবার ইচ্ছে আছে আমার।

অপরিচিত

এ ইচ্ছার তীব্রতাই তোমাকে চালাচ্ছে, তুমি বুঝতে পার নি।

মধু

এ ত বড় আশ্চর্য্য! আমি টের পাই নি আর তুমি পেয়েছ?

অপরিচিত

না পেলো আর বলছি কি? আর এ টের-পাওয়াটা কঠিন কিসে?  
সাগরে যারা যেতে চায়, তারা এই প্রাস্তরেই—এমন ভাবেই এসে  
উপস্থিত হয়ে থাকে।

মধু

সাগর?—সাগরে আমি যেতে চেয়েছি তাও তুমি বুঝতে পেরেছ?

অপরিচিত

পেরেছি—প্রাস্তরে যখন এয়েছ।

মধু

তুমি—না—না তুমি নয়—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন—এই  
ভয়ানক অন্ধকারে?

অপরিচিত

দাঁড়িয়ে আমি আছি—এটা ঠিক। কিন্তু কখন কোন্‌ খানে তা'ত  
বলতে পারছি নি।

মধু

কেন?—এটা যে প্রাস্তর তা'ত আপনিই বলছেন? আর অন্ধকার,  
তা কি আর আপনি দেখছেন না?

অপরিচিত

প্রাস্তর তোমার কাছে। অন্ধকার—সেও তোমার চোখে!

মধু

সে কিরূপ ?

অপরিচিত

বুঝবে না। সাগর না দেখলে তা বোঝা যায় না।

মধু

আপনি তবে সাগর দেখেছেন ? সাগরকে তবে দেখা যায় ?

অপরিচিত

( কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া )

দেখতে চাইলেই দেখা যায়।

মধু

আমি দেখতে চাই। আপনি দেখাতে পারেন ?

অপরিচিত

কিছু সাহায্য করতে পারি।

মধু

পারেন ?

অপরিচিত

পারি বোধ হয়—যদি তুমি চলতে চলতে না থাম।

মধু

না—না থামব না। আপনি আমায় দয়া করুন।

অপরিচিত

থামবে না ?

মধু

না।



সাগরের ডাক ]

অপরিচিত

ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাত কত কি বিপদ আসবে !—ভয় পেয়ে থামবে না ?

মধু

আজকার মন নিয়ে বলছি—থামবে না।

অপরিচিত

কত সৌন্দর্য—কত মাধুর্য তোমায় পদে পদে আটকে রাখতে চাইবে—তুমি সে সবে ভুলবে না ?

মধু

ভুলও যদি করি, তবে আপনার সাহায্যে সে ভুল ভাঙবে না কি ?

অপরিচিত

ভাঙবে—যদি সাহায্য উপেক্ষা না কর।

মধু

সাগরের পথে যেতে সাহায্য করবেন আপনি, তাই করব উপেক্ষা ?—  
এ ত কখনই মনে হয় না।

অপরিচিত

তবে সম্মত হলাম।

মধু

অই যে চাঁদ উঠছে ! কৃষ্ণহ্রিবিড় স্থপ্ত গ্রামগুলোর গাছের আগা শাদা হয়ে উঠল—এই যে চারদিকে কেমন আধ আলো,—আধ ছায়া !  
এইবার আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আপনি এত স্বন্দর !

অপরিচিত

আলো দেখতে পেয়েছ, তাই স্বন্দর লাগছে।

মধু

আপনাকে কি বলে' ডাকবে ?

অপরিচিত

যা খুসী—তাই বলে' ।

মধু

তবে যখন যা মনে আসে, তাই বলে'ই ডাকবে । সাড়া দিতে হবে  
কিন্তু ।

অপরিচিত

বেশ, তাই ক'রো । (খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) একবার ভাল করে'  
তাকাও দেখি আমার দিকে । (মধু তাকাইল, তাহার কাঁধে হাত দিয়া)  
দেখতে পাচ্ছ ঐ স্তম্ভপ্রসূত জ্যোৎস্নাজ্যোতি ? ঐ ধরে' চলে যাও—  
এই এদিকে । ও জ্যোৎস্নাও থাকবে না,—নিভে যাবে । ভোরের  
অন্ধকার আসবে, তা'ও থাকবে না । তারপর উঠবে সূর্য—তখন  
রাস্তাটা দেখতে পারবে ভাল করে' । সূর্য উঠবে, জলবে, আবার অস্ত  
যাবে । আবার আসবে রাত্রি—কখনও অন্ধকার, কখনও জ্যোৎস্না ।  
আবার আসবে দিন । এমন করে' দিন আর রাত্রির মধ্য দিয়ে চলতে  
হবে—কতকাল, কে বলবে ? কিন্তু তারপর পড়বে গিন্ধে এমন  
জায়গায়—যেখানে দিনও নেই, রাত্রিও নেই, অথচ চির আলো উজ্জ্বল  
হয়ে রয়েছে । তেমন আলো চোখে কখনও দেখনি । জান্বে তখনই  
সাগর তোমার অদূরে । যাও চলে' যাও, কোন ভয় নেই । যত কাঁদবে,  
তত পথ এগিয়ে যেতে পারবে । কান্নায় বিরাম দিয়ে না—দিতে  
পারবেও না যখন সাগরকে একবার প্রাণ দিয়ে দেখতে চেয়েছ !  
হাজার বৎসর ধরে' তর্পণ কর—বজ্রতা কর, যা-ই কর না কেন—চোখের  
এক ফোঁটা জল না পড়লে পথ কখনই দেখতে পাওয়া যায় না—তাই

## সাগরের ডাক ]

নানান পথের মুখে বসে'ও লোকে পথটা দেখতে পায় না। দেখতে পায় না বলে'ই কেবল জটলা করে—চেঁচামেচি করে—কিন্তু চলে না! সবাই অটল ভাবে বসে' থাকে। বসে' থাকবে না কেন? অত গলদ! ভিতরে গলদ—বাইরে গলদ! সেই গলদে তাদের পা রয়েছে আটকা!—কেমন করে' চলবে? কেউ কেউ বা জোর করে' বাইরের গলদ ভাঙতে চায়—কিন্তু ভিতরের গলদ আগে না ঘুচলে—বাইরের গলদ ভেঙে কি হবে? সাগর যারা দেখতে চায়, অমন জোড়াতাড়ি, অমন লুকোচুরি—অমন চালাকী করলে ত আর তাদের পক্ষে চলবে না! একেবারে সবদিকে ধোয়ামোছা তক্তকে ধপ্পপ্ হতে পারলে, তবে সাগর দেখবার পথে চলা যায়।—নইলে সব ব্যর্থ আড়ম্বর—সব ভ্রয়ো—সব ফাঁকি!

তোমার বেদনা যখন জেগেছে, তখন আর ভাবনা নেই! চোখের জলে ধুলির ধূসরতা ধুয়ে মুছে ফেলো—চলতে কোন বাধা পাবে না (পিঠে হাত দিয়া) যাও—এগিয়ে যাও। ভয় কি?

---

[ ২ ]

লোকালয়ে

[ মধুর প্রবেশ ]

মধু

এ কি ? আবার যে লোকালয়ে এসে পড়লাম ! যেখান থেকে পরি-  
জ্ঞান চাই, পথ আমায় সেইখানেই টেনে আনলে ? ও কি ভীষণ জন-  
কোলাহল !—ও কি প্রখর জনতা-স্রোত ! ঐ যে হাট বাজারের দরদস্তুর  
চলছে—ঐ যে ধনীর ঘরে টাকার বান্‌বানি—এই যে পাশের ঘরে  
নৃত্যরব—বিলাস-সঙ্গীতের অবিরল উচ্ছ্বাস ! এ কোথায় এলাম ?

বেশ দেখতে পাচ্ছি—হিংস্রকের গুপ্ত ছুরিকা এখানে চক্‌মক্‌ করে’  
উঠছে—ক্রোধীর আরক্ত চক্ষু কটুমট্‌ করে’ চেয়ে আছে—লোভীর রসনা  
লক্‌ লক্‌ করছে—কামূকের রক্তগুণ্ড নেশায় ভরপুর ! না—না এখানে থাকা  
নয় ! আমার মনটাকে এরা চারদিক হতে টুকরো টুকরো করে’ ফেলতে  
চাচ্ছে ! এখান হতে পালানই শ্রেয়ঃ । কিন্তু এ কি ?—পালাতে  
চাইলেই এরা আরও ঘিরে’ দাঁড়ায় যে ! এ কি বিপ্ল ! এরা আমায় চলতে  
দেবে না ? না—আমি চলবই চলব । কে আমার পথ আটকায় দেখা  
যাক । ( কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ) ঐ যে কতকালকার পরিচিত  
মুখচ্ছবি সব উঁকি মারছে ! ঐ যে বাল্যকালের হরি, রামা, নন্দ—ঐ  
যে বীণু, শ্রামা, ললিতা—ঐ যে বিশেষ রাখাল, গোপাল গোপীলা, মাধব  
মুদী—ঐ যে কেষ্ঠা চাকর—বিধু ঝি, কত-না পুতুলখেলা, কত লুকোচুরী,  
কত লাফালাফি, কত-না আঘাতে গল্প ! ঐ যে দিদিমার আদর—বাবার  
শাসন—গুরুমশাইয়ের ভয় ! ঐ যে পরিণত বয়সের কত বন্ধু—বন্ধিম,

## সাগরের ডাক ]

চঞ্চলকুমার, নিবারণদা, ঐ যে নিজের স্মৃষ্ট কত না কর্ণজাল, কত অধ্যয়ন, কত অধ্যবসায় ! বেশ লাগছে ! আমার প্রীতিকে এরা কত না উপায়ে গ্রহণ করেছে—এদের কথা কি ভোলা যায় ? কি সুন্দর এরা ! কি মধুর এরা !

না—না এ কি করছি ? আমি যে দাঁড়িয়ে গেলাম ! এমন করলে ত সাগর দেখা ঘটবে না। এরা সব গুলেহি আমার পথের বিঘ্ন। ঠেলে ফেলে দিতে হবে—ঠেলে ফেলে দিতে হবে—এ সবে মন দিলে আর চলবেনা। এতদিন ত এদেরই মুখ্য করে' জীবনে মেনে নিয়েছিলাম, সাগর ছিল গৌণ। কিন্তু যে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাকে গৌণ করে' রাখলে, সে কি আর দেখা দেয় ? ঐ অচলদেব, ঐ নবীনচন্দ্র তাই এখনও তার সন্ধান বলতে অক্ষম। সংসারকে গৌণ করে' সাগরকে মুখ্য না করলে—কখনই তার পথে চলা হবে না। আমি যখন চলতে চেয়েছি, তখন আর থামা নয়। সাগর—সাগর, তুমি আমার সব হৃদয়টাকে দখল করে' বস। এমন করে' দখল কর, যেন আর কিছু সেখানে ঢুকতে না পায় !

## গান

( ভৈরবী—কাওয়ালী )

হৃদয় দিতে চেয়েছিলাম,

দেইনি আলস ভরে,

আপন মনের স্বপন নিয়ে,

দূরেই আছি সরে'।

কত শত মুখের সাথে,  
কত স্রবের বেদনাতে  
                    দিবস গেছে কাটি,  
রসে, ভিয়ান নানান মতে,  
করেছি গো আপন মতে,  
                    ভরেছি এই বাটি—  
সেই রসে আজ পা ডুবেছে,  
                    ছাড়াই কেমন করে' ?

ডাগর পরাণ ওগো সাগর,  
বসে'ই আছ চিরজাগর,  
                    দেখিছ মোর খেলা,  
গুণ গুণিয়ে কেমন করে',  
জীবনের এই বরষ ধরে'  
                    ভাসাই শুধু ভেলা !—  
ভুল করেছি !—ভুল ক'রোনা,  
                    দখল কর মোরে ।

[ ৩ ]  
বন-পার্শ্বে  
[ মধুর প্রবেশ ]

মধু

পথ চলতে আরম্ভ করে' এ কোথায় এসে সন্ধ্যা হল ! সামনে ঐ যে বিরাট বন দেখতে পাচ্ছি । বনের ছায়ায় অন্ধকার এসে মিশল—এখন কি করি ? কই পথ কই ? তার রেখা পর্য্যন্ত মিলিয়ে গেল যে ! দেখি ভাল করে' । ( এ দিক ও দিক পরিক্রমণ )—না—না—পথ ত আর দেখা যাচ্ছে না । কেমন করে' চলি ? হায়, হায়, এবার বুঝি এখানেই ঘুরে মরতে হল ! পথ বুঝি আর নেই ! এখানেই বুঝি পথের শেষ ! তাঁর কথায় এতদূর চলে' এসেছি—কিন্তু এ যে ঠিক পথে এসেছি, তার নিশ্চয়তা কি ? বুঝি আগাগোড়াই ভুল হয়ে গেছে রে—অগাগোড়াই ভুল ! অপরিচিতের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে' কি মূর্খতার কাযই না হয়েছে ! সব ভূয়ো !—সব ভূয়ো ! সাগরে যাওয়ার পথ কেউ জানে না ! সকলেই সকলকে ঘুরিয়ে মারছে । হয় ত সাপেরই বুঝি নেই রে, তাই এত গণ্ড গোল ! ~~অন্ধকার~~ সব হাঁটা মিথ্যা, আমার লক্ষ্যটা মিথ্যা—আমার জীবনটাই একেবারে মিথ্যা হয়ে পড়ল ? আজ সমস্ত অন্তরের আক্ৰোশ দিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে—সব মিথ্যা—সাগর মিথ্যা—সাগরে যাওয়ার পথ যারা বলে' দেয়—তারা মিথ্যা ! সব মিথ্যা !

ওগো অপরিচিত, ওগো ভণ্ড, ওগো নিষ্ঠুর, আজ তুমি কোথায় ? আমায় এমন করে' পথ ভুলিয়ে মারবার কি দরকার ছিল তোমার ? আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নি ! তুমি আমায় পথ বলে' দিলে—

আমি বিশ্বাস করে' নিলাম—কেন কবলাম?—তোমার মূর্তিটি দেখে-  
ছিলাম বড় সুন্দর,—উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নার মধ্যে স্থির বিদ্যুতে গড়া  
তোমার দেহখানি—দেখে মনে হল—এই-ই আমায় ঠিক পথ বলে' দেবার  
উপযুক্ত লোক। ভুল করেছি—ভুল করেছি। এঁ্যা, সত্যই কি ভুল  
করেছি? অমন সৌন্দর্য্য যার, তার মধ্যে কি কুটিলতা থাকতে পারে?  
না—না, ভুল করি নাই। না—না, ভুল করেছি। না—না, কি করেছি,  
তাই-ই ভাল করে' বুঝতে পারছি নি।

ও কি!—বনের মাথায় আগুন জলে' উঠল কেন? ওঃ—চাঁদ  
উঠছে! যাক, বাঁচা গেল, অন্ধকারে আর ত অন্ধ হয়ে' থাকতে হবে না।  
যদি পথ থাকে, তবে তাও একটু ভাল করে' দেখে নেওয়া যাবে।  
(ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ) এই যে পথ আছে! তার রেখাটা কিছু ধরা  
যাচ্ছে। ও কে পথের উপর বসে'? এমন বিজনতার মধ্যেও জীবনের  
স্পন্দন! কেগো তুমি?

### অপরিচিত

[ অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন হইয়া পূর্ব হইতেই বসিয়া থাকিবে ]

ভণ্ড—নিষ্ঠুর।

মধু

এঁ্যা—আপনি? আপনি এখানে বসে' রয়েছেন, তবু আমাকে সাড়া  
দেন নি?

### অপরিচিত

দেখছিলাম তুমি কি কর।

মধু

বড় অপরাধ হয়ে গেছে—আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমাকে  
ক্ষমা করুন, (অপরিচিতের পদধারণ) ক্ষমা করুন।



সাগরের ডাক ]

অপরিচিত

পা ছাড়—পা ছাড় । ও কি কর ?—পাগল হয়েছ !—তোমার দোষ কোথায় ? ও ভুল যে করবেই—অমন সবাই করে' থাকে ।

মধু

না—না দোষ হয়েছে । আমায় ক্ষমা নয়—শাস্তি দিন ।

অপরিচিত

শাস্তি ? হাঁ দিচ্ছি । ( মধুর শিরশ্চুশ্নন ) কেমন,—হল ?

মধু

এবার থেকে আপনি আর দূরে থাকবেন না । দূরে থাকলেই যত বিপদ ।—আবার হয়ত কি সাজঘাতিক ভুল করে' বস্বে !

অপরিচিত

দূরে কোথায় ?—নিকটেই ত রয়েছি । দূর মনে কর কেন ?

মধু

কই, দেখতে যে পাই না !

অপরিচিত

ভাল কুরে' দেখনা, তাই দেখতে পাও না ।

মধু

কেমন করে' ভাল করে' দেখা যায় ?

অপরিচিত

আগ্নিই তা বুঝতে পারবে ।

মধু

বুঝতে পারব ?

### অপরিচিত

পারবে ।

মধু

তবে আশীর্বাদ করুন আপনার উপর আমার বিশ্বাস যেন অটল হয় ।

### অপরিচিত

অটল করতে চেষ্টা করলেই অটল হবে ।

মধু

তবু আশীর্বাদ করবেন না ?—কি ভয়ানক লোক আপনি !—  
আপনাকে বুঝতে পারলাম না,—আপনি এখনও আমার অপরিচিত !

### অপরিচিত

পাগল—একেবারেই পাগল ! বড় কষ্ট হচ্ছে তোর—না রে ? কষ্ট  
ত হবেই । শুয়ে বসে' আরাম করে' কি আর সাগর দেখা যায় ? কত  
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র—কত বৃহৎ বৃহৎ বাধা এসে সাম্নে দাঁড়ায় !—কোনটা আসে  
ভীষণ বেশে, কোনটা আসে মোহন রূপ ধরে', কিন্তু কোনটার কাছেই  
মাথা নোয়াতে নেই—সকলের সঙ্গেই লড়াই করতে হয়—আর সাহস  
রাখতে হয়,—রণে ভঙ্গ দেব না, জয়লাভ করুবই করুব । সত্যি তাহলে  
জয়লাভ করতে পারা যায়

মধু

সে কি আমার শক্তিতে কুলোবে ? আমি যে বড়ই দুর্বল !

### অপরিচিত

সে কি রে ?—নিজকে অত দুর্বল ভাবিস কেন ? এই যে এতটা  
বাধা ঠেলে চলে' এলি, কেমন করে' এলি, বল ত ?

সাগরের ডাক ]

মধু

তা'ত বুঝতে পারি নি।

অপরিচিত

নিজের শক্তিতেই এসেছি।

মধু

আমার শক্তি ? না—না এটা আপনারি দয়া !

অপরিচিত

পাগল !

মধু

তা যাই-ই বলুন, আমার কিন্তু বিশ্বাস আপনার দয়া ছাড়া আমার  
এক পাও নড়বার সামর্থ্য নেই। তাই ভয় হয়, কখন কি অপরাধ করে'  
সেই দয়া হ'তে বঞ্চিত হয়ে পড়ি !

অপরিচিত

আর ভয় কি রে ? দুর্গম পথ ত প্রায় ফুরিয়ে এল, এখন জোর করে'  
চলে' যা।

[ ৪ ]

ঝরুণা-তলে

[ গাহিতে গাহিতে মধুর প্রবেশ ]

গান

(পিলু বারোয়া—যং )

ঐ ঘর-ছাড়া

মোর করেছেরে ঘর-ছাড়া !

আজ পথের নেশা ধরিয়ে দিয়ে,

পথে এনে দেয় না সাড়া।

পুঁজি-পাটা বসন-ভূষণ মোর

হাত পেতে সে চেয়ে নিয়ে,

পরিয়ে দিল ডোর,

কাড়াল কুরি কেমন করে'

কাঁদিয়ে মারে চোখ-তাড়া !

বতই তাহার নিষ্ঠুর ব্যভার পাই,

ততই তারে গভীর ভাবে

বুকের কাছে চাই

তাই আদর্শনে এমন আমার

হৃদয়মাঝে দেয় নাড়া !

বন-মক-মাঠ কত নগর গাঁয়,

পথ যে আমার দিবানিশি

ঘুরিয়ে মারে হায় !

তার শেষ-সীমানা পাই না কেন,

হলাম কিরে দিক্‌হারা ?

## সাগরের ডাক ]

ওগো অপরিচিত, ওগো সুপরিচিত, ওগো নিষ্ঠুর, ওগো করুণ, ওগো শত্রু, ওগো মিত্র, ওগো আমার কি-যেন-কি, আজ তোমায় দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। তুমি বলেছ, তুমি কাছেই থাক, ভাল করে' চাইলেই তোমাকে দেখা যায়। আমি ত চাচ্ছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কই? তবে বুঝি এ চাওয়াটা ভাল করে' চাওয়া হচ্ছে না! কেমন করে' ভাল করে' চাইতে হয়, আমায় শিখিয়ে দাও—আমি তোমায় প্রাণ ভরে' দেখি। তুমি এত সুন্দর!—এত মধুর!—তোমায় না দেখে থাকা যায়? সাগর কোনদিন দেখিনি, কোনদিন দেখতে পাব কি না, তা'ও জানি নি। কিন্তু তোমায় দেখেছি—আমার চোখে, মনে কি অপরূপ অঙ্কন লেগে গেছে!—তাই মুহূর্তমাত্র তোমাছাড়া থাকতে সাধ হচ্ছে না। (খানিকটা গমন)

এই যে একটা বরণাতলায় এসে উপস্থিত হওয়া গেল। কত বনজঙ্গল মাঠ পেরিয়ে, কত কত প্রাণহীন নগরীর সৌধশ্রেণী ছাড়িয়ে, কত কত নির্বাক জনপদের শ্রামলতা এড়িয়ে, কত বিরাট মরুভূমির মারাত্মক শুষ্কতা সহ করে' এসেছি। বড়ই ক্লান্ত, তৃষার্ত হয়ে পড়া গেছে। এখন বরণাতলায় খানিকটা বিশ্রাম করা যাক। (উপবেশন) আঃ শরীরটা জুড়িয়ে গেল!—কেমন মিঠে ঠাণ্ডা হাওয়া এখানকার! আর পিপাসাও বুঝি থাকল না!

ওগো প্রাণ-প্রিয়, এখন একবার দেখা দাও। দুঃখে তোমায় ডেকেছি—কখনও দেখা পেয়েছি, কখনও পাই নি, আজ এই শান্তিতে তোমার সঙ্গ কত স্বথের হয়, জানতে ইচ্ছে করছে। দেখা দাও—দেখা দাও।

এ-কি! সমস্ত ইন্দ্রিয় যে শান্তির রসে অবশ হয়ে পড়ছে! চোখ যে আর তুলতে পারছি নি! আঃ একটু ঘুমোই। (শয়ন ও মুদিত)

নেত্রে) এই যে বন্ধু আমার এসে দাঁড়িয়েছে! বেশ!—বেশ! দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাকে ভাল করে' দেখে নি। অনেকদিন দেখা দাও না, আজ ভেসে উঠেছে—একেবারে মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ! আর কি চোখ ফেরাতে পারি? দাঁড়াও—দাঁড়াও, সরে' যেয়ো না—দাঁড়াও। ওগো অপরিচিত, বহুদিনের না দেখায়, তোমার পরিচয় ত মুহূর্তে মুহূর্তে পেয়েছি—মনে হয়েছে, তুমিই আমার সব। কিন্তু তবু এখনও তোমায় ভাল করে' চিন্তে পারি নি—তুমি যে বড় রহস্যময়!—এখনও ভুল করবার আশঙ্কা আছে। দাঁড়াও—দাঁড়াও, তোমার স্মিতহাস্তে আমার সমস্ত আশঙ্কা ছিন্ন করে' নি। (খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া)

কই—কই? বন্ধু, কোথায় গেলে তুমি? এইযে এইমাত্র তোমায় দেখতে পেলাম—আবার লুকোলে কেন? একেবারে সব শূন্য হয়ে গেল যে! \* \* \* ও আবার কার মূর্তি ভেসে উঠল? এমন বিরাট বিশাল বপু ত কখন দেখিনি! ও কি রাগরক্ত চোখ! ওকি ভীষণ ক্রকট! ও কি বিস্ফারিত নাসা! কার এ রুদ্র মূর্তি? ও—ও! এযে একেবারে মূর্তি বিপদ!—একেবারে মূর্তি মরণ!—প্রলয়ঙ্কর বদন ব্যাদান করে' গ্রাস কর্তে আসছে—আমায় গ্রাস করে' ফেলবে—চরাচর গ্রাস করে ফেলবে—ও—ও—গেলাম, গেলাম—হৃদয়-বন্ধু, কোথায় তুমি? এস-এস—রক্ষা কর। একি! মূর্তিটার মুখ যে আমার বন্ধুরই মত! এযে বন্ধুরই মুখ! ঐ্যা, বন্ধু আমার এত ভীষণ? বেশ-বেশ! তবে ত আর ভয় নেই—আমার বন্ধু, সে ভীষণ হোক—যেমন হোক—সে আমারি বন্ধু! এই যে ভীষণ রূপ ঝরে' পড়ে গেল! বন্ধু আমার যেমন, তেমন করে'ই দাঁড়িয়েছে—কি স্নন্দর!

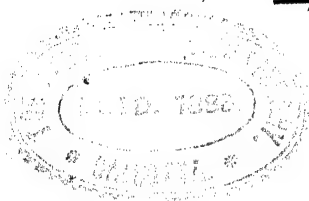
(খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া)

বন্ধু, এ আবার কি হল? তুমিই যে পথ হয়ে আমার সামনে বিস্তীর্ণ

সাগরের ডাক ]

হয়ে পড়লে ! ও—কি ? 'তুমিই যে গলে' গলে' সুনীল আকাশের  
মত তরঙ্গায়িত কি যেন-কি হয়ে পড়ছে ! এ কি পরিবর্তন ! একি  
মনোহর বিষয় ! না—না এটা ভ্রান্তি ! তুমি এ-নও—তুমি ও-নও—  
তুমি—তুমি ! যেমন করে' আমার মধু মাতিয়েছ, তোমায় তেমন  
করে' দেখলেই আমার ভাল লাগে ! তেমন করে'ই আমার সামনে  
এসে দাঁড়াও ।

এই যে দাঁড়িয়েছ ! বেশ—বেশ ! আমার কথা তবে তুমি শুনে  
থাক ? শুনবে না কেন ? আমারই ত তুমি—তোমারি ত আমি, না  
শুনলে চলবে কেন ? তুমি গোপনে গোপনে আমার অস্থিচর্মে প্রবেশ  
করেছ, তুমি গোপনে গোপনে আমার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়েছ,  
তুমি গোপনে গোপনে আমার সবটা দখল করে' নিয়েছ । এখন আমি  
ডাকছি—তুমি শুনবে না !—এ কি কখন হয় ? আমার মন্দের ডাক,  
সে বুঝি এখন তোমারি ডাক । আর কি তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করতে  
পার ? এখন একবার ভাল করে' তাকাও দেখি,—তোমার স্নিগ্ধ নয়নের  
মধ্য দিয়ে আমার হৃদয়ের সত্যকারের ছবিটা দেখে জীবন সার্থক করি ।



[ ৫ ]

## গিরি-গাত্রে

[ বন্ধুসহ মধু ]

মধু

ভিতরে ‘আপনি’র বেড়া ভেঙে গেছে। তাই বাইরেও সেটা ভেঙে দিলাম। আজ আপনি—আমার তুমি। বন্ধু, আজ আর আমার আনন্দের সীমা নেই। তোমার কাছে কাছে থাকতে পাচ্ছি, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর আমার কি হতে পারে? কাছে—এত কাছে যে অনেক সময় মনে হচ্ছে তুমি আমি এক হয়ে গেছি!—শরীরের ব্যবধানও বুঝি নেই!

তোমায় কাছে পেয়েছি বলেই আজ নির্ভয়ে সকল দিকে দৃষ্টি দিতে পারছি। এই যে চারদিককার তরুলতায় জীবনের সরসতা—শ্রামলতা! এই যে চরাচরে—জুড়েজুবে মিলনের অদ্ভুত-আনন্দ! বুঝতে পারছি—বসন্ত এসেছে। তার গোপন আবির্ভাবে স্বাবর জঙ্গমে আনন্দের বিচিত্র লীলামাধুর্য। আজ এই আনন্দে—এই মিলনের মাধুর্যে অবগাহন করে’ ধরা হলাম। কোথা হতে অদৃশ্য ফুলরাশির সৌরভ ভেসে আসছে? প্রাণটা মাতাল হয়ে উঠল, দেখছি! কোথায় বাজনা বাজছে না? কেমন মধুর বাজনা! কাণ পেতে কেবল শুনতে ইচ্ছে করছে। বন্ধু, বড় স্বন্দর জায়গায় আমাকে এনে ফেলেছ!

এখে এ কেমন আলো এখানে ফুটে উঠল? এমন আলো ত চোখে কখনও দেখি নি! এ কিসের আলো?—স্বর্ঘ্যের? না—না, স্বর্ঘ্যের আলো



সাগরের ডাক ]

ত এত শিখ নয় ! এ কি চন্দের আলো ? না—না, চন্দের আলোত  
এত শুভ্র নয় ! বন্ধু, এ কি আলো ? কিসের আলো ?

বন্ধু

এই আলোর কথাই পূর্বে বলেছিলাম ।

মধু

এই আলোয় আজ নিকট, দূর দূরান্তর সব পরিষ্কার হয়ে দেখা দিচ্ছে ।  
এদিকে এই পর্বতের সান্নিধ্য, যেখানে দিয়ে আমি চলে এসেছি, সব  
সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে । সেখানে চলবার সময় কত উঁচু-নীচু, খাল-  
খন্দ, কত ভেদ-ব্যবধান দেখা গিয়েছিল, এখন এখান হতে, এই আলোর  
সাহায্যে দেখতে পাচ্ছি, সব এক রকম, কোথাও কোন ভেদ নেই,  
উঁচু নীচু সব সমান ! বন্ধু, দেখ ত এদিকে, বল ত, আমার দেখাটা ভুল  
হল কি না ?

বন্ধু

ভুল হবে কেন ? ঠিকই দেখেছি। এখানে উঠে, এই আলো  
পেয়ে ঐরূপই দেখা যায় । এখানে না উঠে যারা অমন দেখার কথাটা  
বলে, তাদের সেটা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয় । তাই সেটা ভাঙতেও  
বিলম্ব হয় না । এই আলোকে ভিতর-বাহির সব একাকার করে দেয়  
রে—সব একাকার করে দেয় ! এ আলোর দেখা ভাঙে না, কখনও  
ভাঙে না ! উঠে চল, উঠে চল—আরও কত কি দেখতে পাবি । এখা-  
নেই দাঁড়িয়ে থাও নি । সাগর দেখতে হবে—সাগরে সাঁতার খেলতে  
হবে—সাগরে ডুবতে হবে—নাইতে হবে । তারপর পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের  
আনন্দে ফিরে যেতে হবে আবার সেই উল্টাভাঙার রাজপথে । সেটা ঠিক  
ফেরা নয়, তবে আপাতত ফেরা বলেই বলতে হল ।

তুই যেমন কৈদেছিলি, তেমনি কত .কত তুষার্ত—কত কত দুঃখ-  
দৈন্ত মলিনতায় আচ্ছন্ন—কত কত স্বাস্থ্যহীন—শক্তিহীন—লাবণ্যহীন  
সাগরের জন্তে কৈদে মরছে। তাদের কাছে ফিরে না গেলে চলবে কেন ?  
এই পথের বার্তা—আনন্দের সন্ধান তাদিগকে দিতেই হবে—নইলে তোর  
নিজের শান্তিই অসম্পূর্ণ হ'য়ে থাকবে যে !

মধু

সে কি বন্ধু ! আবার উল্টাডাঙা ? আবার প্রত্যাবর্তন ? আবার  
জনকোলাহল ?

বন্ধু

হাঁ, আবার সবই—কিন্তু নতুন ধরণে। ভয় নেই—এবার আর  
তোর বিক্ষেপ আসবে না।

মধু

না—না আমায় এমন আদেশ ক'রো না।—আবার লোকসংসর্গ ?  
বেশ চলেছি—নিজের আনন্দে ! এ হতে আমায় বঞ্চিত হতে ব'লো না।  
বড়ই ভয় হয়।

বন্ধু

বলছি, ভয় নেই। সাগরে সাঁতার কাটলে কি আর ভয় থাকে রে ?  
যে পূর্ণতা অর্জন করে' তুই ফির্বি, উল্টাডাঙায় এমন কি আছে যে তার  
ক্ষতি করতে পারে ?

তুই জানিস্ নি, প্রায় সকলকেই এমন করে' ফিরতে হয়। কেউ  
হয়ত অল্প দিনের জন্তে ফেরে, কেউ হয়ত ফেরে বেশী দিনের জন্তে।  
তারপর হঠাৎ কোনদিন তারা সাগরে এমন ডুব মারে যে. আর তাদের  
খোঁজ পাওয়া যায় না !

আচ্ছা, মনে করে' দেখ'ত, কার কাছে ঠিক পথের বার্তাটি না পেলে  
তোর কি দশা হ'ত ?

সাগরের ডাক ]

মধু

বুঝলাম। তোমার যা ইচ্ছে—তাই-ই হবে।

[ উভয়ের আরও উচ্চ আরোহণ ]

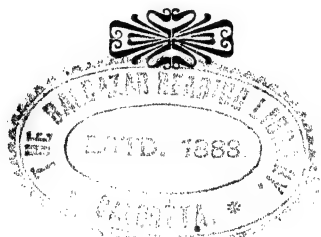
মধু

বাঃ বাঃ ঐ দিক্কার দিগন্তের দৃশ্যটি ত বড় চমৎকার !—এমন অবাধ বিস্তার, এমন উন্মুক্ত দিক্চক্র ত কখনও দেখি নি ! ওর নারা বুকটা জুড়ে এ কি প্রবল ধূধুর খেলা ! আলোর ধূধু !—সৌন্দর্যের ধূধু ! মাধুর্যের ধূধু ! গান্ধীর্ষ্যের ধূধু !—সব ধূধুময় ! চোখ যে একেবারে ধূধুর নেশায় জড়িয়ে গেল !

বন্ধু, বন্ধু, শোন ত একবার—ঐ নির্বিকার দিগন্তের হৃদয় ভিন্ন করে' একটা, গর্জন ভেসে আসছে না ?—একটা ভীষণ মধুর গর্জন ? শোন—শোন, কি অবিরলোথ গর্জন ! যে বাতাসে ঐ বিপুলধ্বনি ভেসে আসছে, তাতে কি প্রাণস্নিগ্ধকর শৈত্য ! এ-কি !—আমার সারা অঙ্গে স্বাস্থ্যের লাভণ্য ফুটে উঠল যে !—একি আমি এমন শক্তিমান হয়ে উঠলাম কেমন করে' ?—এ কি বিরাট বীর্য—এ কি বিপুল শান্তি—এ কি গভীর আনন্দ আমার মধ্যে আবির্ভূত হচ্ছে !—বন্ধু, বন্ধু, সাগর কি তবে ঐ ?

বন্ধু

ঐ—ঐ ! আরো ওঠ—আরো যা।



## এত্কারের অন্যান্য পুস্তক

### ১। পাপ ও পুণ্য ( বৌদ্ধযুগের আখ্যায়িকামূলক

কথাকাব্য ) মূল্য—।০

স্বপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু :—“পাপ ও পুণ্য আত্মোপাস্ত পড়িয়াছি। লেখকের ভাষার উপর অধিকার, ভাবুকতা এবং বর্ণনাশক্তি প্রশংসনীয়। মাদুর্যের সঙ্গে গান্ধীধ্বের সম্মিলনেই কবিশক্তির পরিচয়, লেখক তাঁহার ক্ষুদ্রপুস্তকে এ শক্তি দর্শনে নিষ্ফল হন নাই।”

নব্যভারত :—“.....সুন্দর কবিতায় স্বর্গের বাণী ফুটিয়াছে।”

EMPIRE :—“.....This is written in blank verse and makes interesting reading, Our Bengali readers will doubtless be pleased with it.”

স্বপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় :—“.....এই ক্ষুদ্র কাব্যখণ্ড সকলকেই পাঠ করিতে অহরোধ করি।”

। বিশ্বদল ( গীতিকাব্য ) মূল্য—॥০

বঙ্গবাসী :—“কবিতার সুরে প্রেমভক্তির যে একটা প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, তাহা পাঠান্তে মনের মাঝে একটা ছাঁচ দিয়া ‘বিশ্বদল’ বাণীপূজার যোগ্য।”

প্রবাসী :—“কবিতাগুলি তাজা বিশ্বদলের মত সুন্দর...রমণীয় ও উপভোগ্য।”

ভারতবর্ষ :—“আজকাল কাব্য পাঠ করিতে হইলেই মনে একটা আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়, ভাব ও ভাষার অভিব্যঞ্জনায একটা উৎকর্ষ চিত্র দেখিতে হইবে মনে হয় ; কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাহার কিছুই দেখিতে না পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।”

যমুনা :—“এই কাব্যপুথির আসল গুণ, ইহাতে কাহারও নকল নাই।”

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে :—

- ৩। রক্তজবা ( গীতিকাব্য )
- ৪। সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ, ১ম খণ্ড ( স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সমালোচনা )
- ৫। পল্লীপূজা ( নাটক )
- ৬। পল্লব ( গল্পগুচ্ছ )
- ৭। অপূর্ববিলন ( ছেলেদের অভিনয়োপযোগী নাটক )

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য ।





